নির্বিচার প্রাণনাশ?

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

আলী রীয়াজ

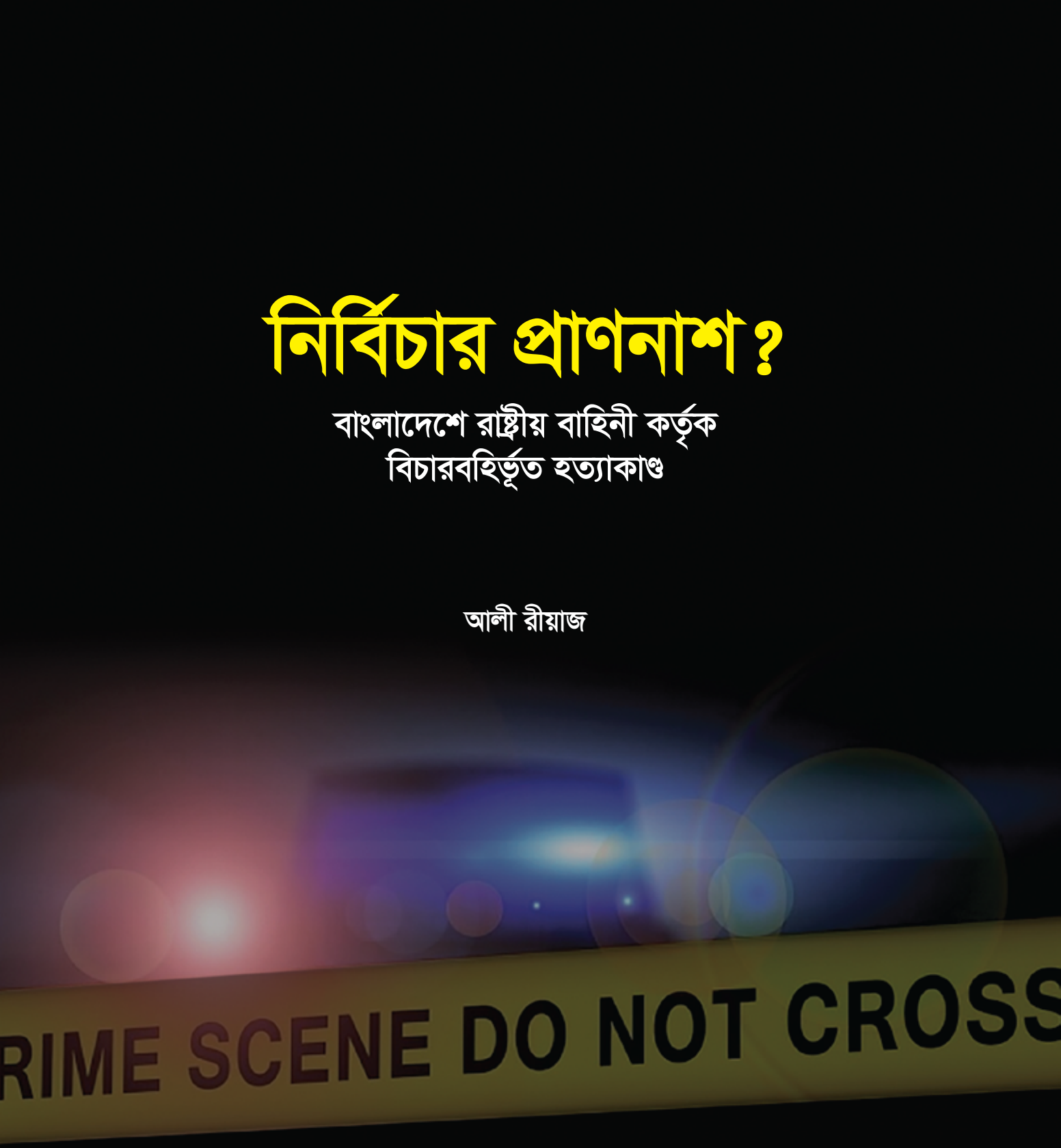

cgs Centre for Governance Studies

নির্বিচার প্রাণনাশ?

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

আলী রীয়াজ

cgs Centre for Governance Studies

নির্বিচার প্রাণনাশ?

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

মার্চ, ২০২২

মুখ্য গবেষক

আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি- এর রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইসড প্রফেসর এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। তিনি সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ- এর উপদেষ্টামণ্ডলীর একজন সদস্য।

গবেষণা সহকারী

মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন।

দীপাঞ্জালী রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ প্রোগ্রাম সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন।

সুমাইয়া জাহিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ প্রোগ্রাম সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন।

আরমান মিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন।

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) সুশাসন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং গণতন্ত্রায়ন বিষয়ে গবেষণা সম্পাদন করে এবং এই সকল বিষয়ে একাডেমিক পরিসর, সরকার, ব্যক্তিখাত, নাগরিক সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে। বিস্তারিত জানতে দেখুন- http://cgs-bd.com/

cgs Centre for Governance Studies

৪৫/১ নিউ ইস্কাটন, তৃতীয় তলা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০২৫৮৩১০২১৭, +৮৮০২৪৮৩১৭৯০২, +৮৮০২২২২২২৩১০৯
ইমেইল: ed@cgs-bd.com
ওয়েবসাইট: www.cgs-bd.com

সূচিপত্র

সারণি তালিকা	০৪
চিত্র তালিকা	০৪
সারসংক্ষেপ	০৫
ভূমিকা	০৬
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংজ্ঞা	০৮
পটভূমি	০৯
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্য-উপাত্ত, ২০১৯-২০২১	১১
সংখ্যা ছাড়িয়ে	১৭
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা, স্বাভাবিকীকরণ ও রুটিনে পরিণত করা	১৭
সংবিধান, আন্তর্জাতিক রীতি ও বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন	২০
উপসংহার এবং সুপারিশমালা	২১
গবেষণার মূল অংশের তথ্যসূত্র	৬৯
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্যের জন্য যেসকল প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে	৭০
কেসস্টাডির তথ্যসূত্র	৭২
পরিশিষ্ট এক : বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত তথ্য, ২০১৯-২০২১	২৩
পরিশিষ্ট দুই : বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কেসস্টাডি, ২০১৯-২০২১	৫৯

সারণি তালিকা

সারণি ১: বিভিন্ন ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ২০১৯-২০২১ ১২

সারণি ২: বছরভিত্তিক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ধরন, ২০১৯-২০২১ ১২

সারণি ৩: বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জেলাভিত্তিক তালিকা, ২০১৯-২০২১ ১৩

সারণি ৪: মাসভিত্তিক নিহতের সংখ্যা, ২০১৯-২০২১ ১৫

সারণি ৫: আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্পৃক্ততা, ২০১৯-২০২১ ১৬

চিত্র তালিকা

চিত্র ১: বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ২০০১-২০১৮ ১০

চিত্র ২: বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ২০০৪-২০১৮ ১০

চিত্র ৩: বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ভৌগোলিক চিত্র, ২০১৯-২০২১ ১৪

সারসংক্ষেপ

- বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, অর্থাৎ 'স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পদ্ধতির মতো সকল বিচারিক নিশ্চয়তা মেনে একটি পূর্বতন রায় ব্যতিরেকে রাষ্ট্র নিযুক্ত বাহিনী/কুশীলব কর্তৃক (বা তাদের সম্মতিতে) কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা', গত কয়েক দশকজুড়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ২০০১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৩,৪৫৩ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এই গবেষণার আওতায় ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সংঘটিত ৫৯১টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার শিকার ব্যক্তির নাম, ঘটনার তারিখ, স্থান এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর ফলে ২০০১ থেকে মোট ভুক্তভোগীর (ভিকটিম) সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০৪৪ জন।

- বিগত তিন বছরের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাচ্ছে, এমন হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে 'বন্দুকযুদ্ধ'; সংগৃহীত তথ্যের ৮৬.৬৩% ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাগুলো দেশের ৫৬টি জেলায় সংঘটিত হয়েছে, যা ঘটনার ব্যাপকতা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আচরণগত প্রবণতাকে তুলে ধরছে। কেবল কক্সবাজার জেলাতেই ২৩৮টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে।

- ডিবি পুলিশসহ পুলিশ বাহিনী (৪৮.০৫%) ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (৩১.৯০%)- এর বিরুদ্ধে এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছে। গত তিন বছরে সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ২০২০ সালের জুলাই মাসে, তখন ৪৯ জন প্রাণ হারান। এরপরেই সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ২০১৯ সালের মে মাসে, ৪২ জন প্রাণ হারান।

- সরকার এই ঘটনাগুলো অব্যাহতভাবে কেবল অস্বীকারই করে যাচ্ছে না, বরং হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা ও দায়মুক্তির মাধ্যমে এগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং স্বাভাবিক ঘটনা করে তুলছে। সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা ও সংসদ সদস্যদের সমর্থনসূচক বক্তব্য এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত রাখতে ও দোষীদের রেহাই দিতে সাহায্য করছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের সংবিধান প্রদত্ত মানবাধিকার এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (আইসিপিপিআর) প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের লঙ্ঘন।

- নাগরিকদের জীবনের সুরক্ষা প্রদানে ও আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সরকারের দায় এবং এই ঘটনাগুলোর প্রকৃতি, ধরন ও প্রবণতা বিবেচনা নিয়ে গবেষণাটি নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে: ১) গত দশকের সকল বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ তদন্ত ও অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা; ২) বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা প্রদানকারী বক্তব্য এবং আচরণ অবিলম্বে বন্ধ করা; ৩) ন্যায়বিচারের লড়াইয়ে ভুক্তভোগীদের পরিবারকে সকল নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিত করা এবং আইনি ও বস্তুগত সহায়তা প্রদান করা; ৪) বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা; ৫) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে সকল আইন সদস্যদের দায়মুক্তির বোধ প্রদান করে সেগুলোকে বাতিল বা সংশোধন করা; এবং ৬) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে পুনর্গঠিত করা।

ভূমিকা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানকে হত্যার অপরাধে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় শহর কক্সবাজারের একটি স্থানীয় আদালত ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি বহিষ্কৃত পুলিশ ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী এবং টেকনাফ থানার সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাসকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। তিনজন পুলিশ কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) নন্দদুলাল রক্ষিত, কনস্টেবল সাগর দেব এবং রুবেল শর্মাসহ আরো ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন পুলিশের তথ্যদাতা মো. নিজামুদ্দিন, নুরুল আমিন ও আয়াজ উদ্দিন। রায়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এটি ছিল 'পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড' (দ্য ডেইলি স্টার ২০২২)। ২০২০ সালের ৩১ জুলাই পুলিশ কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভে সিনহা রাশেদ খানকে গুলি করে হত্যা করে। প্রাথমিকভাবে সংবাদ মাধ্যম জানায় যে, কোনো ধরনের উস্কানি ছাড়াই গাড়ি থামিয়ে স্থানীয় পুলিশ তাঁকে হত্যা করে। তিনি ও তাঁর তিন সহযোগী ঐ এলাকায় একটি তথ্যচিত্র ধারণ করে ফিরছিলেন। প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটা স্পষ্টত খুন ছিল, পুলিশ কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশ সিনহার বিরুদ্ধে একটি মামলা করে, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, সিনহা 'তাঁকে ও তাঁর গাড়ি তল্লাশি করতে পুলিশকে বাধা দিয়েছিলেন' এবং 'তাঁর পিস্তল বের করেছিলেন', ফলে চেকপয়েন্টের কর্মকর্তা গুলি করতে বাধ্য হন (চৌধুরী ও রুমি ২০২২)।

সিনহা হত্যাকাণ্ড 'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' সম্পর্কে দেশব্যাপী প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে, বিশেষত ২০১৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে তথাকথিত 'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শুরু হওয়ার পর থেকে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড নিয়ে দেশব্যাপী আলোচনার ঝড় ওঠে (ইসলাম ২০১৮)। তাছাড়া সিনহা হত্যার ঘটনায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছিল বলেও সংবাদ মাধ্যমে জানা যায়। দুই বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা বৈঠকও করেছিলেন। পরবর্তীতে, ঐ এলাকার একটি থানার সকল পুলিশকে বদলি করা হয় এবং টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাসকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর সহযোগীসহ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি সিনহা হত্যা মামলার রায় প্রদান করা হয়।

দুইবার পুলিশের সর্বোচ্চ পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন পুলিশ অফিসারকে সাজা দেয়া বাংলাদেশে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা হলেও রায়ে আদালত যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন এবং বিচারপ্রক্রিয়াতে যে তথ্য উঠে এসেছে সেগুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ। ২৮৮ পৃষ্ঠার এই রায়ে উল্লেখ করা হয়, সিনহা ছিলেন প্রদীপ কুমার দাসের ২০৫তম বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার (ইসলাম ২০২২)। বিচার প্রক্রিয়াতে সরকারি কৌসুলি ১০৪ জন ভুক্তভোগীর নাম ও ঠিকানা সহ প্রমাণসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করেছেন (টিবিএস ২০২২)। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো দাবি করে আসলেও, সরকার যা বারবার অস্বীকার করে যাচ্ছিল, সেটিই একটি স্থানীয় আদালত স্বীকৃতি দিয়েছে।

সিনহার মৃত্যু কোনো বিচ্ছিন্ন বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, বরং এটি এমন অসংখ্য ঘটনার একটি যেখানে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সদস্যদের হাতে একজন নাগরিক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ২০০৪ সাল থেকে 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার' বা 'বন্দুকযুদ্ধ' বলে বর্ণনা করে আসছে। যেহেতু এই হত্যাকাণ্ডের কোনো আইনি অনুমোদন নেই, সেহেতু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এগুলোকে 'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' বলে অভিহিত করে।

রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে নাগরিকদের প্রাণহানির এমন ধরনের ঘটনার পৌনঃপুনিকতাকে বিবেচনায় নিয়ে, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডগুলোর প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের সূত্র থেকে গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে উক্ত গবেষণার ফলাফলগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংজ্ঞা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ধারণাটি মানবাধিকারের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যেটি- 'নাগরিকের বাঁচার সহজাত অধিকার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জীবন-যাপনের পূর্ণাঙ্গ অধিকারের নিশ্চয়তাকে বুঝায়'। একে সর্বোচ্চ মানবাধিকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা এই অধিকারের কার্যকর নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে মানুষের অন্যান্য অধিকারসমূহ অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ১৯৮২ সালে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর)- এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটি সাধারণ মন্তব্য নং ৬ [General Comment No. 6] জারি করে যা বাঁচার সহজাত অধিকার বিষয়ক নীতি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছে। কমিটি উল্লেখ করে যে, এই অধিকার 'সর্বোচ্চ অধিকার যা থেকে কোনো অবস্থাতেই, এমনকি জরুরি অবস্থার সময়েও যখন কিনা জাতীয় জীবনও হুমকির সম্মুখীন, তখনও বিচ্যুত হওয়া যাবেনা' (হিউম্যান রাইটস কমিটি ১৯৮২)। এই অর্থে, যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যতীত যে কোনো হত্যাকাণ্ডই এই মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন।

বিগত দশকগুলিতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করার জন্য সরকার, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও মানবাধিকার সংস্থাসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও বিভিন্ন বিচারের সময় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে কিন্তু ইতিমধ্যে একটি আন্তর্জাতিক ঐকমত্য গড়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯২ সালে কার্যকর হওয়া টর্চার ভিকটিম প্রটেকশন অ্যাক্ট (Torture Victim Protection Act, TVPA) বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের একটি সংজ্ঞা দিয়েছে। এর মতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে-

> 'সভ্য জনগণ দ্বারা অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত সমস্ত বিচারিক নিশ্চয়তা প্রদান করে নিয়মিতভাবে গঠিত আদালত কর্তৃক ঘোষিত পূর্ববর্তী রায় দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড'।

অপর একটি সংজ্ঞায়নে রাষ্ট্রীয় কুশীলব বা স্টেট অ্যাক্টরদের জড়িত থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধের দায়মুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ন্যায়বিচারের সন্ধানে ভুক্তভোগীদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংগঠন ট্রায়াল ইন্টারন্যাশনাল বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে-

> 'স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পদ্ধতির মত সকল বিচারিক নিশ্চয়তা মেনে একটি পূর্বতন রায় ব্যতিরেকে রাষ্ট্র নিযুক্ত বাহিনী/কর্তা কর্তৃক (বা তাদের সম্মতিতে) কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা' (ট্রায়াল ইন্টারন্যাশনাল)।

এই প্রকল্পে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি অনুসন্ধানের জন্য আমরা এই সংজ্ঞাগুলোকে দিক-নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করেছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আইনগতভাবে গঠিত আদালতে নিরপেক্ষ ও ন্যায্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া প্রদান ব্যতিরেকে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী/কুশীলব কর্তৃক নিহত নাগরিকদের মৃত্যুকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছি। আমরা দেখেছি যে, সমীক্ষাকালে (জানুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক বর্ণিত 'ক্রসফায়ার'/'এনকাউন্টার' এবং 'বন্দুকযুদ্ধ'- এর প্রচুর ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে 'বন্দুকযুদ্ধ'ই বেশি ঘটেছে। তদুপরি, আরও কিছু উদাহরণ আছে যেখানে ভুক্তভোগী যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কর্মকাণ্ডের কারণে মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আমরা এমন ঘটনাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছি যেখানে ভুক্তভোগী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকাণ্ডের কারণে মারা গিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে: **নির্যাতনে মৃত্যু, বন্দুকযুদ্ধ, হেফাজতে মৃত্যু, ক্রসফায়ার, গোলাগুলিতে মৃত্যু, এবং গুলি করে হত্যা।**

পটভূমি

বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার পরপরই, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, বিশেষত জাতীয় রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরোধীদলের নেতাদের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে (আহমেদ মুসা ১৯৮৮, কায়সার ১৯৯৫)। সবচেয়ে আলোচিত হত্যাকাণ্ডটি ছিল সর্বহারা দলের নেতা সিরাজ শিকদারের মৃত্যু। শিকদারকে গ্রেফতারের পর হত্যা করা হয়েছিল। সরকারি বক্তব্য ছিল, তিনি পুলিশ ভ্যান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হন। এটিকে বলা যায় প্রথম নথিভুক্ত 'ক্রসফায়ার' এর ঘটনা। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চারজন জাতীয় নেতা- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মমভাবে খুন হন। ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পরে আটককৃত এই নেতাদের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্র ও সরকারের। কিন্তু তাঁরা কেবল খুনই হননি, বরং ২০০৪ সালে বিচারকালে জানা যায় যে, খোদ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ এই হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন দিয়েছিলেন। ১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত সামরিক শাসনামলে অসংখ্য সামরিক ব্যক্তি, রাজনৈতিক কর্মী ও নিরাপরাধ বেসামরিক লোক এমন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। ঘটনাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানাও যায়না।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নের সূচনা হলে বাংলদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর শাসনামলে অল্প হলেও এই ধরনের আইনবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। যেমন, ১৯৯৭ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল পুলিশি হেফাজতে ১৭টি মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করেছে; তবে তখন 'বন্দুকযুদ্ধ/ক্রসফায়ার'-এ মৃত্যু প্রায় ছিলই না। এই সময়ে রাজনৈতিক কর্মীরা বিভিন্ন দলীয় ও আন্তঃদলীয় সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং গুলি চালানোর মতো ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৮ সালে পুলিশি হেফাজতে শামীম রেজা রুবেলের মৃত্যু এই বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার কথিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটি নিরাপত্তা অভিযান চালিয়েছিল। 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' নামক এই অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস এবং নৌবাহিনী অংশ নেয়। এই অভিযান চলাকালে অন্তত ৪০ জন মারা গিয়েছিলেন যারা তাঁদের আইনি অধিকার ও যথাযথ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তখন ক্ষমতাসীন দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জড়িতদের দায়মুক্তি দিতে একটি আইন পাস করে, যেটি ২০১৫ সালে হাইকোর্ট বাতিল করে দেয়।

স্বাধীনতার পর থেকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস থাকলেও ২০০৪ সালের আগ পর্যন্ত এটি একটি প্যাটার্ন হিসেবে হাজির হয়নি। মানবাধিকার সংগঠন অধিকার- এর মতে, ২০০১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন মোট ৩,৪৫৩ জন (চিত্র ১)।

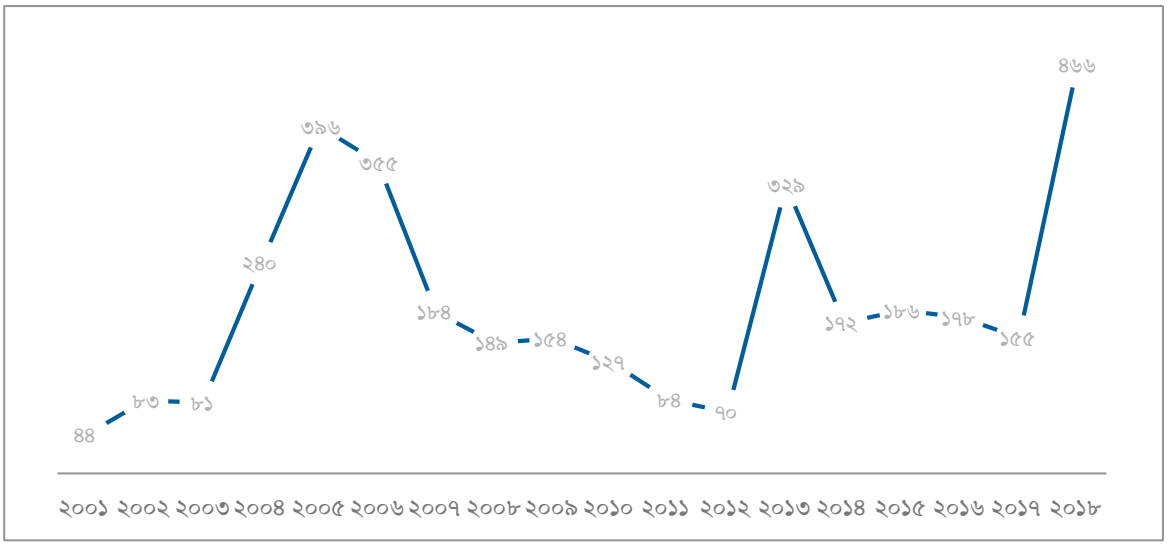

চিত্র: ১ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ২০০১-২০১৮
সূত্র: অধিকার

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ২০০৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ের একটি ভিন্ন পরিসংখ্যান সরবরাহ করে। সে অনুসারে মোট ভুক্তভোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৩,১৬৫ (চিত্র ২)।

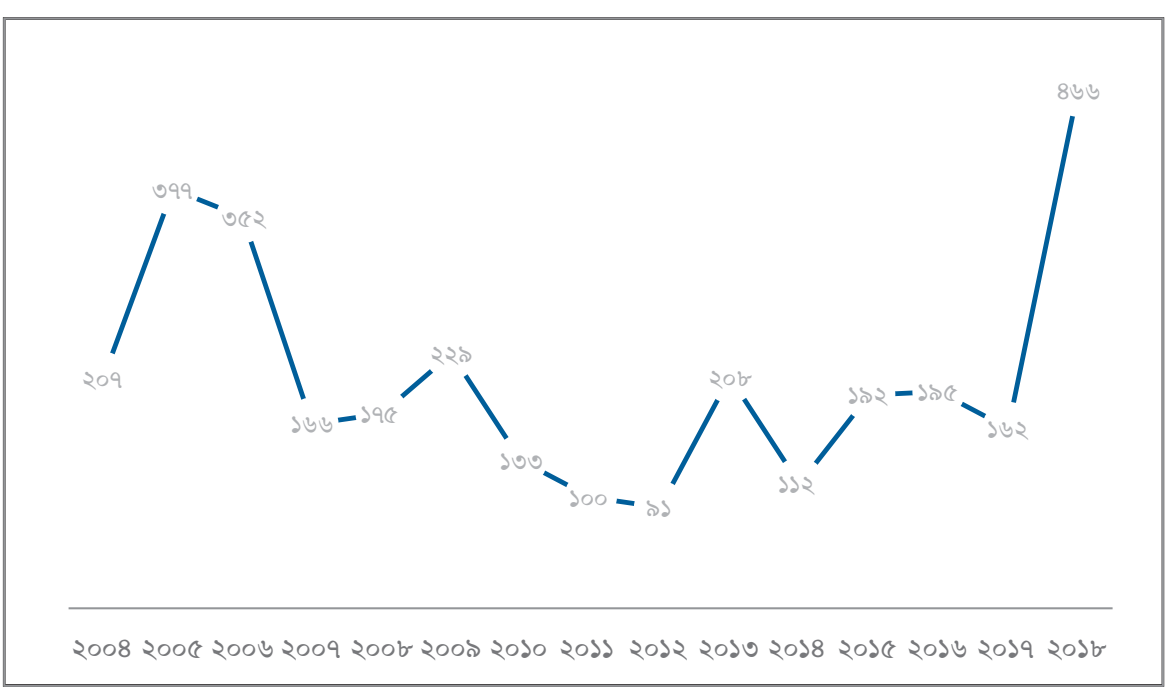

চিত্র: ২ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ২০০৪-২০১৮
সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

দুটি মানবাধিকার সংগঠন প্রদত্ত পরিসংখ্যানের পার্থক্য দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়ার প্রতিবন্ধকতাকেই প্রমাণ করে। এই গরমিল পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে হয়নি, বরং তথ্য সংগ্রহের সীমাবদ্ধতার জন্য হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এই তথ্যসমূহ প্রদানে অনিচ্ছুক এবং তথ্য যাচাই-বাছাই করার জন্য সংবাদ মাধ্যমকেও কাঠখড় পোহাতে হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাংবাদিকরা আমাদের জানিয়েছেন যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম ও জনসমক্ষে তথ্য প্রদান করতে ভুক্তভোগীর পরিবার ভয় পান। পরিবারগুলো প্রতিশোধের ভয় করে থাকে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দেয়া তথ্য ও এর মধ্যে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ঘটনাবলি পাশাপাশি রাখলে এটা দেখা যায় যে, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের দুটো জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ২০১৩ সালে বিরোধীদল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করছিল এবং জামায়াতে ইসলামী মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) কর্তৃক তাদের নেতাদের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিবাদ শুরু করেছিল। এ সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কঠোরভাবে তা দমন করে ও নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়। তারা দায়মুক্তিও পেয়েছিল। ২০১৪ সালের নির্বাচন সকল বিরোধী দল বয়কট করেছিল, ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কোনো রকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই নির্বাচনে জয়লাভ করে। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ২০১৮ সালে; ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ও তথাকথিত মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নজিরবিহীন মৃত্যুর ঘটনায় অবদান রেখেছে। অধিকার-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ৪৬৬টি মৃত্যুর মধ্যে ৩৫৮টি মৃত্যুকে সরকারিভাবে 'বন্দুকযুদ্ধ/ক্রসফায়ার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন এবং তার মিত্ররা ২৯৮টির মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্য-উপাত্ত, ২০১৯-২০২১

এই গবেষণা প্রকল্পে ২০১৯-২০২১ সালে সংঘটিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দেশের জাতীয় দৈনিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো থেকে গবেষণার তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সাতটি সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো হচ্ছে- প্রথম আলো, যুগান্তর, সমকাল, মানবজমিন, দ্য ডেইলি স্টার, নিউ এজ ও ঢাকা ট্রিবিউন। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মধ্য থেকে অধিকার, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনের প্রতিবেদন ও তথ্যাবলি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘটনার সংখ্যা সংগ্রহের পাশাপাশি, আমরা প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত- অর্থাৎ, ভুক্তভোগীর নাম, ঘটনার স্থান, মৃত্যুর কারণ, অভিযুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তথ্যও সংগ্রহ করেছি (পরিশিষ্ট ১)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ভুক্তভোগীকে মাদক ব্যবসায়ী, মাদকের কারবারি, অথবা ইয়াবা ব্যবসায়ী বলে অভিযুক্ত করেছে। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যরা ভিন্ন কথা জানিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্ত বয়ান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও বাংলাদেশের সংবিধান প্রদত্ত আইনি সহায়তা/আশ্রয় কোনো কিছুই ভুক্তভোগীকে প্রদান করা হয়নি। আমাদের গবেষণাকালে সংঘটিত হয়েছে এমন ১০টি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা নথিভুক্ত করেছি (পরিশিষ্ট ২)। অনেক ক্ষেত্রে থানা থেকে পরিবারগুলোর মামলা নিতে অস্বীকার করেছে।

এই গবেষণায় আমরা ৫৯১টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছি। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাচ্ছে, এসব হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে 'বন্দুকযুদ্ধ'; সংগৃহীত তথ্যের ৮৬.৬৩% হত্যাকাণ্ডই এই পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়েছে।

সারণি ১: বিভিন্ন ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ২০১৯-২০২১

নির্যাতনে মৃত্যু	১১
বন্দুকযুদ্ধ	৫১২
হেফাজতে মৃত্যু	১৫
ক্রসফায়ার	৪
গোলাগুলিতে মৃত্যু	১৫
গুলি করে হত্যা	৩৪
মোট	**৫৯১**

সারণি ২: বছরভিত্তিক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ধরন, ২০১৯-২০২১

মৃত্যুর কারণ	**২০১৯**	**২০২০**	**২০২১**
নির্যাতনে মৃত্যু	১	৭	৩
বন্দুকযুদ্ধ	৩০৬	১৫২	৫৪
হেফাজতে মৃত্যু	৩	৬	৬
ক্রসফায়ার	০	৪	০
গোলাগুলিতে মৃত্যু	১১	৪	০
গুলি করে হত্যা	১১	৯	১৪
মোট	**৩৩২**	**১৮২**	**৭৭**

দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৬টি জেলাতেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। সারণি নং ৩ এবং চিত্র নং ৩ এই ঘটনাগুলোর ভৌগোলিক বিস্তার তুলে ধরেছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে কক্সবাজারে (২৩৮), এরপরেই রয়েছে ঢাকা (৫৮) এবং চট্টগ্রাম (৩০)- এর অবস্থান।

সারণি ৩: বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জেলাভিত্তিক তালিকা, ২০১৯-২০২১

ক্রমিক নং	জেলা	সংখ্যা
১	বাগেরহাট	১১
২	বান্দরবন	১০
৩	বরগুনা	৩
৪	বরিশাল	৩
৫	ভোলা	৭
৬	বগুড়া	৬
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০
৮	চাঁদপুর	১
৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬
১০	চট্টগ্রাম	৩০
১১	চুয়াডাঙ্গা	৩
১২	কক্সবাজার	২৩৮
১৩	কুমিল্লা	২৩
১৪	ঢাকা	৫৮
১৫	দিনাজপুর	৮
১৬	ফরিদপুর	৩
১৭	ফেনী	৯
১৮	গাইবান্ধা	১
১৯	গাজীপুর	১৭
২০	গোপালগঞ্জ	১
২১	হবিগঞ্জ	২
২২	জামালপুর	১
২৩	যশোর	১০
২৪	ঝিনাইদহ	১
২৫	জয়পুরহাট	৪
২৬	খাগড়াছড়ি	৮
২৭	খুলনা	৮
২৮	কুড়িগ্রাম	১

ক্রমিক নং	জেলা	সংখ্যা
২৯	কিশোরগঞ্জ	২
৩০	কুষ্টিয়া	৯
৩১	লালমনিরহাট	১
৩২	লক্ষ্মীপুর	১
৩৩	মাদারীপুর	১
৩৪	মাগুরা	৩
৩৫	মেহেরপুর	৫
৩৬	মৌলভীবাজার	৫
৩৭	মুন্সীগঞ্জ	৩
৩৮	ময়মনসিংহ	১৫
৩৯	নওগাঁ	৩
৪০	নড়াইল	১
৪১	নারায়ণগঞ্জ	৭
৪২	নরসিংদী	২
৪৩	নাটোর	১
৪৪	নীলফামারী	১
৪৫	নোয়াখালী	৬
৪৬	পাবনা	৫
৪৭	পটুয়াখালী	২
৪৮	রাজবাড়ী	১
৪৯	রাজশাহী	৪
৫০	রাঙ্গামাটি	৫
৫১	সাতক্ষীরা	৯
৫২	শরীয়তপুর	২
৫৩	সিরাজগঞ্জ	১
৫৪	সুনামগঞ্জ	২
৫৫	সিলেট	৭
৫৬	ঠাকুরগাঁও	৪

চিত্র ৩: বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ভৌগোলিক চিত্র, ২০১৯-২০২১

গত তিন বছরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ২০২০ সালের জুলাই মাসে, মোট ৪৯ জন ব্যক্তি মারা যান (সারণি ৪)। এরপরেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ২০১৯ সালের মে মাসে, মোট ৪২টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে (সারণি ৪)।

সারণি ৪: মাসভিত্তিক নিহতের সংখ্যা, ২০১৯-২০২১

মাস	২০১৯	২০২০	২০২১
জানুয়ারি	২০	২৪	২
ফেব্রুয়ারি	৩৩	২৪	৮
মার্চ	৩৫	২৯	১৫
এপ্রিল	৩৩	৯	৭
মে	৪২	২১	৯
জুন	৩১	১০	১
জুলাই	২৭	৪৯	৭
আগস্ট	৩৬	৬	৬
সেপ্টেম্বর	২৩	১	৪
অক্টোবর	২৮	৫	১
নভেম্বর	৮	১	৯
ডিসেম্বর	১৭	৩	৭

আমাদের সংগৃহীত ৫৯১টি ঘটনার মধ্যে, পুলিশ ও গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, মাদক ব্যবসায়ীদের দুই পক্ষের মধ্যকার যুদ্ধে মারা গিয়েছেন ২২ জন। সাতটি ঘটনায় কোনো নির্দিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে চিহ্নিত করা যায়নি, যদিও বা সংবাদমাধ্যমগুলো তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। অবশিষ্ট ৫৬২টি ঘটনার মধ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে ২৮৮টি ঘটনার অভিযোগ উঠেছে; এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও অন্তর্ভুক্ত। র‍্যাবের বিরুদ্ধে ১৬২টি ঘটনার অভিযোগ উঠেছে (সারণি ৫)। ঘটনার প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহতের ঘটনা ছিল ৫১২টি। মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যকার কথিত বন্দুকযুদ্ধ এবং যেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে চিহ্নিত করা যায়নি- এ সকল ঘটনা ব্যতীত অবশিষ্ট ঘটনাগুলোর মধ্যে ৪৮.০৫% ঘটনার সাথে পুলিশ ও ডিবি পুলিশ জড়িত ছিল এবং ৩১.৯০% এর সাথে র‍্যাব জড়িত ছিল। যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে তা ভুক্তভোগীর ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। তদুপরি আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ভুক্তভোগীকে 'অপরাধী' এবং/অথবা 'মাদক ব্যবসায়ী' হিসেবে উপস্থাপন করার একটি স্পষ্ট প্রবণতা রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের বৈধতা প্রদানই এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি ৫: আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্পৃক্ততা, ২০১৯-২০২১

	পুলিশ	র‍্যাব	সেনা-বাহিনী	বিজিবি	কোস্ট গার্ড	ডিবি পুলিশ	পুলিশ এবং বিজিবি	নিরাপত্তা বাহিনী	মাদক ব্যবসায়ী দু'দলের মধ্যে	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	নৌ পুলিশ	অন্যান্য
বন্দুকযুদ্ধ	২১২	১৫৬	৭	৮৮	১	২৩	২	১	২২			
হেফাজতে মৃত্যু	৫	১				৩						৬
গোলাগুলিতে মৃত্যু	৭	৫		১		১				১		
গুলিতে মৃত্যু	২২			১১							১	
নির্যাতনে মৃত্যু	৯					২						
ক্রসফায়ার	৪											
মোট	২৫৯	১৬২	৭	১০০	১	২৯	২	১	২২	১	১	৬

সংখ্যা ছাড়িয়ে

২০০১ সাল থেকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পৌনঃপুনিকতা, বিশেষ করে এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত গত তিন বছরের তথ্য, এই প্রপঞ্চের কেবল একটি অংশকে তুলে ধরে। প্রতিটি সংখ্যার পেছনে রয়েছে একটি জীবনের গল্প। এই সকল হত্যাকাণ্ডে কেবল একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় না, বরং হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ভুক্তভোগীর প্রিয়জন, পরিবার ও স্বজনদের বিপর্যস্ত করে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করে। একটি দেশের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই বাঁচার এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ করার সহজাত অধিকার রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র নিযুক্ত বাহিনী একাধারে বিচারক, জুরি ও জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নাগরিকদের এই অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ন করছে। ভুক্তভোগীরা কীভাবে এই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন সেগুলো নথিভুক্ত হওয়া জরুরি। এইসব বিবেচনায় নিয়ে আমরা এই গবেষণায় দশজন ব্যক্তির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছি যাদের জীবন অসময়েই ঝরে গিয়েছিল।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার নিম্নোক্ত দশজন ব্যক্তির বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে তুলে ধরা হয়েছে:

নাম	মৃত্যু	জেলা
মিলন বিকাশ ত্রিপুরা (২৬)	২৮ মে, ২০২১	খাগড়াছড়ি
সানাউল হক বিশ্বাস (৪৪)	২৯ এপ্রিল, ২০২১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
দেলোয়ার হোসেন (২৮)	৩ মার্চ, ২০২১	কক্সবাজার
রেজাউল করিম রেজা (৩০)	২ জানুয়ারি, ২০২১	বরিশাল
রায়হান আহমেদ (৩৫)	১১ অক্টোবর, ২০২০	সিলেট
আবদুল মান্নান মুন্না (৩৫)	৩ আগস্ট, ২০২০	সিলেট
সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান (৩৮)	৩১ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার
আবদুল্লাহ আল মামুন (২২)	১০ আগস্ট ২০১৯	নীলফামারী
নয়ন বন্ড (২৫)	১ জুলাই, ২০২০	বরগুনা
শিশির ঘোষ (২৮)	৭ আগস্ট, ২০১৯	যশোর

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা, স্বাভাবিকীকরণ ও রুটিনে পরিণত করা

বিগত এক দশকে, বিশেষত ২০১৪ সালের পর থেকে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়েই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিকল্প বা সমার্থক শব্দ হিসেবে 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার' জনসাধারণের শব্দভান্ডারের একটি অংশ হয়ে ওঠে। ঘটনাগুলো হৃদয়বিদারক এবং নিহতদের পরিবারে প্রচন্ড বেদনার উদ্রেক ঘটালেও,

সরকারের তরফ থেকে এমন ঘটনার পৃষ্ঠপোষকতার নানা নজির প্রত্যক্ষ করা যায়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক প্রবণতা হচ্ছে এই প্রপঞ্চকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করা, এর পক্ষে জোরেশোরে কথা বলা এবং এর বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করা।

২০১৮ সালে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)- এর তৎকালীন প্রধান বেনজির আহমেদ 'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একটি ভুল শব্দ' দাবি করে এমন ঘটনার অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলেন (প্রথম আলো ২০১৮)। একইভাবে, সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ক্রমাগত অস্বীকার করে যাচ্ছেন (ঢাকা ট্রিবিউন ২০২১)।

কেবল অস্বীকারই করা হচ্ছে না, বরং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত অপরাধীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কার দেয়া এবং প্রশংসিত করা হয়েছে। টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাসের ঘটনা এর উদাহরণ। প্রদীপ দুইবার বাংলাদেশ পুলিশ পদক অর্জন করেন। 'দৃষ্টান্তমূলক সেবা ও সাহসিকতা'র জন্য তাঁকে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ পুলিশ পদক দেয়া হয়। তাঁর পদক মনোনয়ন ও মানপত্রে ছয়টি কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়। ২০১৮ সালের ২৪ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত এই ছয়টি ঘটনার প্রত্যেকটিতে অভিযুক্ত বন্দুকযুদ্ধ বা ক্রসফায়ারে মারা যান (আলম ২০২০)। এর মধ্যে একটি ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্ত্রী দাবি করেন, তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়। প্রদীপ ২০১৯ সালে 'কক্সবাজার জেলার সেরা ওসি' হিসেবে পুরস্কৃত হন। একই বছরে তিনি পঞ্চমবারের মত 'চট্টগ্রাম রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ ওসি' হিসেবে পুরস্কৃত হন। এমন নয় যে তথাকথিত মাদক ব্যবসার হুমকি মোকাবেলায় তাঁর 'কৌশল' সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন না। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল যে, এই পুরো অঞ্চল একটি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল এবং বহু লোক চাঁদাবাজির শিকার হয়েছিলেন। চাঁদা দিতে না পারলে তাঁদেরকে 'ক্রসফায়ারে' দেয়ার হুমকি প্রদান করা হয় (আলম ২০১৯, দ্য ডেইলি স্টার ২০২১)। কয়েক বছর পর প্রদীপের বিচার চলাকালীন সরকারি কৌসুলি যুক্তি দেন যে, যদি সিনহা হত্যাকাণ্ডে প্রদীপ গ্রেফতার না হতেন, আরো ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটতো। আদালত পর্যবেক্ষণে জানান, এই দাবি বৈধ, প্রমাণিত ও গুরুত্ব বহন করে (ইসলাম ২০২২)।

তবু, ক্ষমতাসীন দল ও তাদের জোটের নেতারা ধারাবাহিকভাবে 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার' এর পক্ষে কথা বলে যাচ্ছেন। ২০১৪ সালে মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য শাহজাহান খান বলেছেন, তথাকথিত ক্রসফায়ার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূলেও এমন ক্রসফায়ারের প্রয়োজন রয়েছে (বিবিসি বাংলা ২০১৪)। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশে ক্রসফায়ারে খুব অল্প কিছু লোক মারা যাচ্ছেন। অধিকাংশই বন্দুকযুদ্ধে মারা যাচ্ছেন। যারা মারা যাচ্ছেন তাদের অধিকাংশই পলাতক আসামি। গ্রেফতারের সময় বন্দুকযুদ্ধে তারা মারা যান। তিনি দাবি করেন, এগুলো ক্রসফায়ার নয়। ২০১৫ সালে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন 'সহিংসতা দমনে প্রয়োজনে নাশকতাকারীদের 'এনকাউন্টারে' মারার ব্যবস্থা করা হবে' (প্রথম আলো ২০১৫)।

২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জার্মানভিত্তিক সংবাদ সংস্থা ডয়েচে ভেলের একটি ইন্টারভিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু বলেন:

> 'সমাজের যে সমস্ত জিনিস আজকে বেরিয়ে এসেছে, আজকে জঙ্গিবাদ যেভাবে দানা বেঁধেছিল, যেটা চরম আকার ধারণ করেছিল, বিশ্বে যেভাবে এটা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন যদি এইভাবে ক্রসফায়ারের সিদ্ধান্ত নেওয়া না হতো, তাহলে আমার মনে হয়, এটা দমানো সম্ভব ছিল না। ঠিক তেমনিভাবে জঙ্গিবাদসহ যে উচ্ছৃঙ্খলতা, মাদকতা যেভাবে এই দেশে বিস্তার লাভ করছে এবং তাদের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স ঘোষণার পরেও কিন্তু থামানো যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে যদি অন-দ্য-স্পট গুলি করা হয়, এটা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নয়, জাতীয় প্রয়োজনে করা হয়েছে' (ডয়েচে ভেলে ২০২২)।

তাঁর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ক্রসফায়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত সরকারের তরফ থেকেই নেয়া হয়েছে। এই ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়, আকস্মিক নয়, মাঠ পর্যায়ে কোনো ব্যতিক্রমও নয়; বরং সরকারের সিদ্ধান্তের ফলাফল।

জাতীয় সংসদে, যেখানে আইন প্রণয়ন করা হয়, সেখানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পক্ষে আইনপ্রণেতাদের খোলামেলা সমর্থন এবং অপরাধ দমনে 'ক্রসফায়ার'কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার দাবি জানানোর বহু নজির দেখা গিয়েছে। যে সংসদ সদস্যরা সংবিধান সমুন্নত রাখার শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই এমন কাজে সমর্থন যুগিয়েছেন যা স্পষ্টত সংবিধান ও সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘন। ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় পার্টির এমপি কাজী ফিরোজ রশীদ নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের বিচারের আওতায় না এনে সরাসরি গুলি করে মেরে ফেলার দাবি জানান (বিডিনিউজ ২০১৬)। ২০২০ সালের শুরুতে ধর্ষণের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাওয়ায় ১৪ জানুয়ারি সংসদে এক আলোচনায় পাঁচ সংসদ সদস্য অভিযুক্তকে কোনো বিচার ছাড়াই মেরে ফেলার দাবি জানান। ক্রমবর্ধমান ধর্ষণকে মোকাবেলা করার কৌশল হিসেবে তারা 'গুলি করে হত্যা' করার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতীয় পার্টির সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ আবারও বলেন, যদি সমাজকে ধর্ষণমুক্ত করতে হয়, তাহলে ধর্ষকদের 'এনকাউন্টার করা' ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। তিনি এবং মুজিবুল হক প্রস্তাব করেন যে ধর্ষণের অভিযুক্তকে 'এনকাউন্টারে' মেরে ফেলতে হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রবীণ নেতা তোফায়েল আহমদ এবং আরেকজন এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন। এছাড়া ইসলামপন্থী দল বলে পরিচিত তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নজিবুল বাশার মাইজভান্ডারী বলেন, 'আমি টুপি মাথায় দিয়ে আল্লাহকে হাজির-নাজির করে বলতে পারি, এদের ক্রসফায়ারে দিলে পাপ হবে না বরং জান্নাতে যাওয়া যাবে' (দেশ রূপান্তর ২০২০)।

এখানে রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের হাতেগোনা কিছু নজির দেয়া হয়েছে যারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে কোনো সমস্যা খুঁজে পাননি। সাংবাদিকসহ আরো অনেকেই রয়েছেন যারা তথাকথিত 'ক্রসফায়ার' সম্পর্কে বেশ উচ্ছ্বসিত থাকেন এবং প্রায়শই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরামর্শ দেন যে, অভিযুক্তকে ক্রসফায়ারে দেয়াটাই তাঁদেরকে মোকাবেলা করার সর্বোত্তম উপায়। সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নেতাদের অস্বীকৃতি এবং বৈধতা প্রদানের চেষ্টা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে কেবল ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখতেই অবদান রাখছে না, বরং প্রপঞ্চটিকে স্বাভাবিক করে তুলছে। স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে এটি জাতীয় জীবনে এক প্রকার রুটিনে পরিণত হয়। এসব নিয়ে গণমাধ্যমে সরকারের বিবৃতি এতটাই অভিন্ন যে মূলধারার সংবাদমাধ্যম এগুলো প্রকাশই করে না।

সংবিধান, আন্তর্জাতিক রীতি ও বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, এমনকি যখন এগুলোকে 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার', 'বন্দুকযুদ্ধ' এবং 'শ্যুটআউট' হিসেবে বর্ণনা করা হয়, বাংলাদেশের সংবিধান প্রদত্ত নাগরিকদের অধিকার, বিশেষত ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ (১) এবং ৩৫ (১, ৩, ৪, ৫) নং অনুচ্ছেদের স্পষ্ট লঙ্ঘন। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদগুলোতে নাগরিকের বাঁচার অধিকার ও আইনের সামনে সকলের সমান অধিকার পাওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদগুলো হলো:

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩৩। (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩৫। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

উক্ত অনুচ্ছেদসমূহের নির্লজ্জ লঙ্ঘন থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে নাগরিকগণ উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ ২০০৬ ও ২০১৪ সালের মধ্যে আদালত তিনটি রুল জারি করেছেন, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে জবাব না আসাতে কোনো রিটেরই নিষ্পত্তি হয়নি।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কেবল বাংলাদেশের সংবিধানেরই লঙ্ঘন নয়, যেসকল আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে সেগুলোর প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারেরও লঙ্ঘন। সকল মানবাধিকারের উৎস সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (The Universal Declaration of Human Rights)- এর ৩ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, 'জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তায় প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে।' পাশাপাশি, বাংলাদেশ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি International Covenant on Civil and Political Rights- এ স্বাক্ষরকারী দেশ। এই চুক্তির ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'প্রত্যেক ব্যক্তির বাঁচার সহজাত অধিকার রয়েছে।

এ অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত। কোনো ব্যক্তিকে খেয়াল-খুশিমত জীবন-যাপন করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না'। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পৌনঃপুনিকতা এবং সরকারের তরফ থেকে ক্রমাগত অস্বীকারের নজির, স্বাক্ষরিত চুক্তির অধীনে আন্তর্জাতিক রীতি ও বাধ্যবাধ্যকতার প্রতি রাষ্ট্রের উপেক্ষার প্রমাণ। ২০১৯ সালে নির্যাতনের বিরুদ্ধে কমিটি Committee against Torture (CAT)- এর সভায় এই ধরনের উপেক্ষা দেখানো হয়েছিল। যদিও বাংলাদেশ এই কনভেনশনে ১৯৯৮ সালে অনুস্বাক্ষর করেছে, তবু ২০১৯ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ কোনো প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে। আইনমন্ত্রী কর্তৃক (ইউএন জেনেভা ২০১৯) উপস্থাপিত প্রতিবেদনে (CAT 2019) ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যদিও জাতিসংঘের Committee against Torture- এ দেয়া নাগরিক সমাজের যৌথ বিকল্প প্রতিবেদন (Civil Society Joint Alternative Report)- এ এই ধরনের চুক্তির বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের নজির উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার এবং সুপারিশমালা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এবং এর সাতজন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রদত্ত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বিষয়টিকে আবারও আলোচনায় নিয়ে এসেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো ও ভুক্তভোগীদের পরিবার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছিল। নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া অনুমেয় ছিল, তারা এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোকে 'অদ্ভুত' ও 'দুঃখজনক' বলে বর্ণনা করে একতরফাভাবে অভিযোগ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা জানিয়েছে। এই ঘটনার পর সরকারের তরফ থেকে অস্বীকৃতি আরও বেড়েছে। প্রাথমিক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পরে সরকার 'মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে আরও গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য এবং পরিস্থিতি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তথ্য [ফ্যাক্ট] তুলে ধরার জন্য' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি মানবাধিকার সেল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় (নিউ এজ ২০২২)। এই পদক্ষেপ এমন একটা ধারণা প্রদান করে যে, সরকার বিষয়টিকে বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার, সত্য অনুসন্ধান, এই চর্চার অবসান ঘটানো এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করার মতো বিষয়কে মোকাবিলা করার পরিবর্তে প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সরকারের ভাবমূর্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হচ্ছে।

গত তিন বছরের নথিভুক্ত ৫৯১টি ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কেবল ব্যাপক আকারই ধারণ করেনি, উপরন্তু সরকারের তরফ থেকে অস্বীকৃতির কারণে অপরাধীরা দায়মুক্তিও ভোগ করে চলছে। দেশজুড়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অবাধ সংঘটন এটি প্রমাণ করে যে, এটা নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরিতে এটি ভূমিকা পালন করেছে। এটি কেবল প্রাণই কেড়ে নেয়নি, সাথে সাথে নাগরিকদের কাছে হুমকিসুলভ বার্তা প্রেরণ করছে। তথাকথিত 'ক্রসফায়ার'কে ব্যবহার করে নিরাপরাধ নাগরিক ও ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করার খবরও পাওয়া গিয়েছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত প্রতিবেদনসমূহের মাধ্যমে সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই গবেষণা সরকারকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছে-

১) গত দশকের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতিনিধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিক সংগঠনের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের সদস্য এবং সাংবাদিকদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা।

২) বাঁচার সহজাত অধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার প্রদর্শন; দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা যে, কোনো ধরনের বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবেনা; বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে জায়েজ ও বৈধতা প্রদান করে এমন বক্তব্য ও ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করা।

৩) ভুক্তভোগীদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ন্যায়বিচারের চেষ্টায় ভুক্তভোগীদের পরিবারকে আইনি ও বস্তুগত সহায়তা প্রদান।

৪) বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্ত প্রক্রিয়ায় স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা আনা।

৫) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সম্পর্কিত যে আইনগুলো (যেমন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (সংশোধনী) আইন ২০০৩ এর ১৩ নং অনুচ্ছেদের 'সরল বিশ্বাস') উক্ত সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তির ধারণা প্রদান করে সেগুলোকে বাতিল বা সংশোধন করা।

৬) মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও আইনজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত ও জনসমক্ষে ফলাফল প্রকাশের ক্ষমতাপ্রদানপূর্বক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি)-কে ঢেলে সাজানো এবং এই ধরনের যে কোনো তদন্ত প্রক্রিয়ায় সরকারের তরফ হতে পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

লক্ষণীয় যে, ১০ ডিসেম্বরের মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কিছুটা কমে গিয়েছে। কিন্তু এমন সাময়িক বিরতি আসলে এমন চর্চা ও এর থেকে উৎপাদিত বিচারহীনতার সংস্কৃতির সমাধান নয়। উপরন্তু এটা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, এই ধরনের নির্লজ্জ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঠিক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট এক

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত তথ্য, ২০১৯-২০২১

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
১	বাবলু সর্দার	১২ ডিসেম্বর, ২০২১	সাতক্ষীরা	ডিবি পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু	দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ডিসেম্বর ১২, ২০২১
২	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১০ ডিসেম্বর, ২০২১	বরগুনা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	নিউ এজ, ডিসেম্বর ১০, ২০২১
৩	বাবুল দাস	৬ ডিসেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ডিসেম্বর ৭, ২০২১
৪	মো. ইদ্রিস প্রকাশ	৬ ডিসেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ডিসেম্বর ৭, ২০২১
৫	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৫ ডিসেম্বর, ২০২১	ভোলা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ডিসেম্বর ৬, ২০২১
৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৫ ডিসেম্বর, ২০২১	ভোলা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ডিসেম্বর ৬, ২০২১
৭	শাহ আলম	১ ডিসেম্বর, ২০২১	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২, ২০২১
৮	সাব্বির হোসেন	২৯ নভেম্বর, ২০২১	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২, ২০২১
৯	সাজন	২৯ নভেম্বর, ২০২১	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২, ২০২১
১০	কেফায়েত উল্লাহ	২৬ নভেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, নভেম্বর ২৬, ২০২১
১১	কুরবান আলি	২৬ নভেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, নভেম্বর ২৬, ২০২১
১২	জাহাঙ্গীর আলম	২১ নভেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, নভেম্বর ২২, ২০২১
১৩	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১৪ নভেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ১৫, ২০২১
১৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১৩ নভেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, নভেম্বর ১৪, ২০২১
১৫	তোফায়েল মিয়া	৭ নভেম্বর, ২০২১	মৌলভীবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ৮, ২০২১
১৬	শহিদ মিয়া	৭ নভেম্বর, ২০২১	মৌলভীবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ৮, ২০২১

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
১৭	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৩১ অক্টোবর, ২০২১	নারায়ণগঞ্জ	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ১, ২০২১
১৮	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১
১৯	জাহাঙ্গীর আলম	২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২১
২০	মোহাম্মদ শাহজাহান	১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, সেপ্টেম্বর ১২, ২০২১
২১	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, সেপ্টেম্বর ১২, ২০২১
২২	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১৭ আগস্ট, ২০২১	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ১৮, ২০২১
২৩	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১৭ আগস্ট, ২০২১	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ১৮, ২০২১
২৪	কাজল	৬ আগস্ট, ২০২১	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, আগস্ট ৭, ২০২১
২৫	নুরুল আলম নুরু	৫ আগস্ট, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৫, ২০২১
২৬	মো. নুরু মিয়া	৪ আগস্ট, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, আগস্ট ৫, ২০২১
২৭	মো. লিটন	৩ আগস্ট, ২০২১	ঢাকা	উত্তরা পূর্ব থানা পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু	ঢাকা ট্রিবিউন, আগস্ট ৩, ২০২১
২৮	পারভেজ	৩১ জুলাই, ২০২১	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২, ২০২১
২৯	সুমন মিয়া	১৮ জুলাই, ২০২১	ময়মনসিংহ	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ২০, ২০২১
৩০	আসাদুল	১৮ জুলাই, ২০২১	ময়মনসিংহ	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ২০, ২০২১
৩১	করিম উল্লাহ্	১৮ জুলাই, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ২০, ২০২১
৩২	আশু আলী	১৭ জুলাই, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	সময় নিউজ, জুলাই ১৭, ২০২১
৩৩	হাশিমুল্লাহ	১৬ জুলাই, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, জুলাই ১৬, ২০২১

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৩৪	লুৎফুর রহমান	১৫ জুলাই, ২০২১	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, জুলাই ১৬, ২০২১
৩৫	মো. শামীম	২৫ জুন, ২০২১	রাজশাহী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৬, ২০২১
৩৬	রোকন মিয়া	৩১ মে, ২০২১	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, জুন ১, ২০২১
৩৭	মিলন বিকাশ ত্রিপুরা	২৮ মে, ২০২১	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারে মৃত্যু	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, মে ২৯, ২০২১
৩৮	মনির	২৩ মে, ২০২১	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ২৪, ২০২১
৩৯	মানিক	২১ মে, ২০২১	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ২৪, ২০২১
৪০	মওলানা ইকবাল হোসেন	২০ মে, ২০২১	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে মৃত্যু	ঢাকা ট্রিবিউন, মে ২০, ২০২১
৪১	এনামুল	১৮ মে, ২০২১	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৯, ২০২১
৪২	রাসেল	১৮ মে, ২০২১	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৯, ২০২১
৪৩	সানাউল হক বিশ্বাস	১ মে, ২০২১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ডিবি পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, মে ২, ২০২১
৪৪	আবুল হোসেন মোল্লা	১ মে, ২০২১	ফরিদপুর	ডিবি পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু	প্রথম আলো, মে ৩, ২০২১
৪৫	হামিদুর রহমান	২৭ এপ্রিল, ২০২১	নওগাঁ	ওসি শামসুল আলম শাহের নির্যাতনে মৃত্যু	আসক- এর প্রতিবেদন, এপ্রিল ৩০, ২০২১
৪৬	মোহাম্মদ ইব্রাহিম	২৩ এপ্রিল, ২০২১	বান্দরবন	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৪, ২০২১
৪৭	রেজা	১৭ এপ্রিল, ২০২১	চট্টগ্রাম	পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, এপ্রিল ১৭, ২০২১
৪৮	রনি	১৭ এপ্রিল, ২০২১	চট্টগ্রাম	পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, এপ্রিল ১৭, ২০২১
৪৯	শুভ	১৭ এপ্রিল, ২০২১	চট্টগ্রাম	পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, এপ্রিল ১৭, ২০২১
৫০	রায়হান	১৭ এপ্রিল, ২০২১	চট্টগ্রাম	পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, এপ্রিল ১৭, ২০২১

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৫১	রাহাত	১৭ এপ্রিল, ২০২১	চট্টগ্রাম	পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক-এর প্রেস বিবৃতি, এপ্রিল ১৭, ২০২১
৫২	কালন মিয়া	২৮ মার্চ, ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পুলিশের গুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৯, ২০২১
৫৩	আল-আমিন	২৮ মার্চ, ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পুলিশের গুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৯, ২০২১
৫৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৮ মার্চ, ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পুলিশের গুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৯, ২০২১
৫৫	যোহর আলম	২৭ মার্চ, ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পুলিশের গুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৮, ২০২১
৫৬	সুজন মিয়া	২৭ মার্চ, ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পুলিশের গুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৮, ২০২১
৫৭	বাদল মিয়া	২৭ মার্চ, ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পুলিশের গুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৮, ২০২১
৫৮	যুবাইর	২৭ মার্চ, ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পুলিশের গুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৮, ২০২১
৫৯	মাসুদ হোসেন	১৫ মার্চ, ২০২১	চাঁদপুর	নৌ পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, মার্চ ১৬, ২০২১
৬০	জাহিদ হাসান	১৪ মার্চ, ২০২১	চুয়াডাঙ্গা	পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু	প্রথম আলো, মার্চ ১৫, ২০২১
৬১	সাইফুল ইসলাম	১২ মার্চ, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১৩, ২০২১
৬২	নুর কামাল	১২ মার্চ, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১৩, ২০২১
৬৩	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৯ মার্চ, ২০২১	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, মার্চ ১০, ২০২১
৬৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৯ মার্চ, ২০২১	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, মার্চ ১০, ২০২১
৬৫	কামাল হোসেন	৬ মার্চ, ২০২১	সুনামগঞ্জ	বিজিবির গুলিতে নিহত	কালের কণ্ঠ, মার্চ ৬, ২০২১
৬৬	দেলোয়ার হোসেন	৩ মার্চ, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	বাংলা ট্রিবিউন, মার্চ ৪, ২০২১
৬৭	জাকির	২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২১

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৬৮	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২১
৬৯	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২১
৭০	শফিক শেখ	১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২১
৭১	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	সমকাল, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২১
৭২	মোহাম্মদ জোবায়ের	৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১	বান্দরবন	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২১
৭৩	দিল মোহাম্মদ	৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১	বান্দরবন	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২১
৭৪	আব্দুর রহিম	২২ জানুয়ারি, ২০২১	বান্দরবন	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৩, ২০২১
৭৫	খোরশেদ আলম	৬ জানুয়ারি, ২০২১	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৭, ২০২১
৭৬	রেজাউল করিম রেজা	১ জানুয়ারি, ২০২১	বরিশাল	ডিবি পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু	মানবজমিন, মার্চ ৩, ২০২১
৭৭	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	২১ ডিসেম্বর, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২৩, ২০২০
৭৮	বিল্টন চাকমা	১৫ ডিসেম্বর, ২০২০	রাঙ্গামাটি	টহল বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	আসক- এর বার্ষিক প্রতিবেদন, ডিসেম্বর ৩১, ২০২০
৭৯	নয়ন চাকমা	৪ ডিসেম্বর, ২০২০	রাঙ্গামাটি	নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	আসক- এর বার্ষিক প্রতিবেদন, ডিসেম্বর ৩১, ২০২০
৮০	মোহাম্মদ সৈয়দ আলম	১৩ নভেম্বর, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	নিউ এজ, নভেম্বর ১৪, ২০২০
৮১	মুহাম্মদ অধম	২১ অক্টোবর, ২০২০	বান্দরবন	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	বিডিনিউজ২৪, অক্টোবর ২১, ২০২০
৮২	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১৪ অক্টোবর, ২০২০	রাঙ্গামাটি	সেনাবাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	আসক- এর বার্ষিক প্রতিবেদন, ডিসেম্বর ৩১, ২০২০
৮৩	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১৪ অক্টোবর, ২০২০	রাঙ্গামাটি	সেনাবাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	আসক- এর বার্ষিক প্রতিবেদন, ডিসেম্বর ৩১, ২০২০
৮৪	মামুন মিয়া	১৩ অক্টোবর, ২০২০	ঢাকা	হেফাজতে মৃত্যু	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, অক্টোবর ১৪, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৮৫	রায়হান আহমেদ	১১ অক্টোবর, ২০২০	সিলেট	পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু	প্রথম আলো, মে ৫, ২০২১
৮৬	মাসুদ রানা	২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০	ঢাকা	হেফাজতে মৃত্যু	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১
৮৭	মো. আকরাম	২৫ আগস্ট, ২০২০	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, আগস্ট ২৬, ২০২১
৮৮	মো. মনিরুজ্জামান	৩ আগস্ট, ২০২০	যশোর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৫, ২০২০
৮৯	আব্দুল মান্নান ওরফে মুন্না	৩ আগস্ট, ২০২০	সিলেট	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৫, ২০২০
৯০	মোহাম্মদ জাফর	১ আগস্ট, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের ক্রসফায়ারে মৃত্যু	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৫, ২০২০
৯১	জহির আহমেদ	১ আগস্ট, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের ক্রসফায়ারে মৃত্যু	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৫, ২০২০
৯২	মো. হাসান	১ আগস্ট, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের ক্রসফায়ারে মৃত্যু	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৫, ২০২০
৯৩	সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান	৩১ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের গুলিতে নিহত	দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, আগস্ট ৫, ২০২০
৯৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৩১ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৩১, ২০২০
৯৫	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৩১ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৩১, ২০২০
৯৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৩১ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৩১, ২০২০
৯৭	মহসিন	৩১ জুলাই, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৩১, ২০২০
৯৮	লিয়াকত আলি সর্দার	৩০ জুলাই, ২০২০	সাতক্ষীরা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৩১, ২০২০
৯৯	মোস্তফা কামাল	৩০ জুলাই, ২০২০	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	সমকাল, জুলাই ৩০, ২০২০
১০০	শাহ আলম	২৯ জুলাই, ২০২০	বান্দরবন	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ৩০, ২০২০
১০১	বদরুল ইসলাম	২৯ জুলাই, ২০২০	মৌলভীবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দেশ রূপান্তর, জুলাই ৩০, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
১০২	নাসির উদ্দিন	২৮ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৯, ২০২০
১০৩	মোহাম্মদ আনোয়ার	২৮ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৯, ২০২০
১০৪	আনোয়ার হোসেন	২৮ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৯, ২০২০
১০৫	মোহাম্মদ ইসমাইল	২৮ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৯, ২০২০
১০৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৭ জুলাই, ২০২০	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	অবিশ্বাস ওয়েবসাইট, জুলাই ২৭,২০২০
১০৭	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৭ জুলাই, ২০২০	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	অবিশ্বাস ওয়েবসাইট, জুলাই ২৭,২০২০
১০৮	মুহাম্মদ ফেরদৌস	২৫ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	উখিয়ানিউজ.কম, জুলাই ২৫, ২০২০
১০৯	আব্দুস সালাম	২৫ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	উখিয়ানিউজ.কম, জুলাই ২৫, ২০২০
১১০	শের আলী	২৫ জুলাই, ২০২০	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	বাংলা ট্রিবিউন, জুলাই ২৫, ২০২০
১১১	কুদরত আলী মন্ডল	২৪ জুলাই, ২০২০	কুষ্টিয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	বাংলা ট্রিবিউন, জুলাই ২৫, ২০২০
১১২	ইব্রাহীম খলিল	২৩ জুলাই, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	বাংলা ট্রিবিউন, জুলাই ২৪, ২০২০
১১৩	ওমর ফারুখ	২৩ জুলাই, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	বাংলা ট্রিবিউন, জুলাই ২৪, ২০২০
১১৪	মৌলভি বকতিয়ার	২৪ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	ইউএনবি নিউজ, জুলাই ২৪, ২০২০
১১৫	মোহাম্মদ তাহের	২৪ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	ইউএনবি নিউজ, জুলাই ২৪, ২০২০
১১৬	মো. বেলাল হোসাইন দফাদার	২৩ জুলাই, ২০২০	চট্টগ্রাম	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	সমকাল, জুলাই ২৩, ২০২০
১১৭	আল আমিন শেখ	২২ জুলাই, ২০২০	বগুড়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	সমকাল, জুলাই ২৩, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
১১৮	রিপন হাওলাদার	২২ জুলাই, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৩, ২০২০
১১৯	রাশেদুল্লাহ	২২ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৩, ২০২০
১২০	এখলাস উদ্দিন	২১ জুলাই, ২০২০	রাজশাহী	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার জুলাই ২২, ২০২০
১২১	মামুন মিয়া	২০ জুলাই, ২০২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২১, ২০২০
১২২	মো. রাজীব	২০ জুলাই, ২০২০	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২১, ২০২০
১২৩	মিজানুর রহমান মিজান	২০ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২১, ২০২০
১২৪	ফারুক হোসেন	১৭ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১৮, ২০২০
১২৫	আজিদুল হক	১৭ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১৮, ২০২০
১২৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১৭ জুলাই, ২০২০	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১৮, ২০২০
১২৭	রুবেল হোসেন ডালিম	১৫ জুলাই, ২০২০	জয়পুরহাট	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	যুগান্তর, জুলাই ১৬, ২০২০
১২৮	সৈয়দ আলম	১২ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১৩, ২০২০
১২৯	আকরাম হোসেন	১১ জুলাই, ২০২০	নোয়াখালী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১১, ২০২০
১৩০	নাজির হোসেন	৯ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ৯, ২০২০
১৩১	নুর আলম	৯ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ৯, ২০২০
১৩২	হামিদ হোসেন	৯ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ৯, ২০২০
১৩৩	সাদ্দাম হোসেন	৭ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৮, ২০২০
১৩৪	আব্দুল জলিল	৭ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৮, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
১৩৫	নান্নু	৬ জুলাই, ২০২০	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৭, ২০২০
১৩৬	মোশাররফ	৬ জুলাই, ২০২০	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৭, ২০২০
১৩৭	মো. আলম	৬ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৭, ২০২০
১৩৮	মো. ইয়াসিন	৬ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৭, ২০২০
১৩৯	আফসার আলি	৬ জুলাই, ২০২০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু	যুগান্তর, জুলাই ৮, ২০২০
১৪০	নিখিল তালুকদার	৪ জুলাই, ২০২০	গোপালগঞ্জ	পুলিশের মারধরে মৃত্যু	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, জুন ৭, ২০২০
১৪১	আবুল কাসেম	২ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ৩, ২০২০
১৪২	রইঙ্গা	২৬ জুন, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৬, ২০২০
১৪৩	মো. বশির	২৬ জুন, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৬, ২০২০
১৪৪	মো. রফিক	২৬ জুন, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৬, ২০২০
১৪৫	মো. হামিদ	২৬ জুন, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৬, ২০২০
১৪৬	মিজানুর রহমান	১৫ জুন, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১১, ২০২০
১৪৭	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১১ জুন, ২০২০	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ১২, ২০২০
১৪৮	শফিকুল ইসলাম	৯ জুন, ২০২০	ভোলা	পুলিশের গুলিতে নিহত	প্রথম আলো, জুন ৯, ২০২০
১৪৯	মো. শরিফ	৬ জুন, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৮, ২০২০
১৫০	আব্দুর রহমান	১ জুন, ২০২০	বান্দরবন	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২, ২০২০
১৫১	নুরুল হক	১ জুন, ২০২০	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
১৫২	হেলাল উদ্দিন	২৪ মে, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের ক্রসফায়ারে নিহত	প্রথম আলো, আগস্ট ২৯, ২০২০
১৫৩	কবির	২১ মে, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ২২, ২০২০
১৫৪	মো. সাদেক	২০ মে, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ২০, ২০২০
১৫৫	সুজন মিয়া	১৮ মে, ২০২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৯, ২০২০
১৫৬	এম সাকের	১৭ মে, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৮, ২০২০
১৫৭	মোহাম্মদ সুজন	১৭ মে, ২০২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দৈনিক ইনকিলাব, মে ১৯, ২০২০
১৫৮	আরিফুল ইসলাম	১৬ মে, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৭, ২০২০
১৫৯	আব্দুল জলিল	১৪ মে, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১৬, ২০২০
১৬০	বেলাল হোসেন	১৪ মে, ২০২০	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১৬, ২০২০
১৬১	বাবু	১২ মে, ২০২০	যশোর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৩, ২০২০
১৬২	সাজ্জাদ হোসেন	১২ মে, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	নয়া দিগন্ত, মে ১৩, ২০২০
১৬৩	শওকত আলি	১০ মে, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১২, ২০২০
১৬৪	মারুফ মোল্লা	৮ মে, ২০২০	যশোর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৯, ২০২০
১৬৫	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৭ মে, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৮, ২০২০
১৬৬	নুরুল আলম	৬ মে, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৭, ২০২০
১৬৭	সৈয়দ আলম	৬ মে, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৭, ২০২০
১৬৮	আব্দুল মোনাফ	৬ মে, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৭, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
১৬৯	সায়েম ফিরোজ	৩ মে, ২০২০	নোয়াখালী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৪, ২০২০
১৭০	জুয়েল আহমেদ	২ মে, ২০২০	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ৫, ২০২০
১৭১	আব্দুল হাকিম	১ মে, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৩, ২০২০
১৭২	রশিদ উল্লাহ্	১ মে, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৩, ২০২০
১৭৩	মান্নান	২৯ এপ্রিল, ২০২০	নরসিংদী	পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু	প্রথম আলো, মে ১৮, ২০২০
১৭৪	রবিউল ইসলাম রবি	২৭ এপ্রিল, ২০২০	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৭, ২০২০
১৭৫	মো. আকরামুল আরিফ	২০ এপ্রিল, ২০২০	জয়পুরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ২৩, ২০২০
১৭৬	জাফর আলম	১৯ এপ্রিল, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২০, ২০২০
১৭৭	জসিম উদ্দিন	১৯ এপ্রিল, ২০২০	চুয়াডাঙ্গা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ২১, ২০২০
১৭৮	মাহামুদুল্লাহ	৬ এপ্রিল, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ৭, ২০২০
১৭৯	মুহাম্মদ মিজান	৬ এপ্রিল, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ৭, ২০২০
১৮০	জাহিদুল ইসলাম	২ এপ্রিল, ২০২০	নওগাঁ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ৩, ২০২০
১৮১	মিনহাজুল ইসলাম	২ এপ্রিল, ২০২০	নওগাঁ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ৩, ২০২০
১৮২	ফেরদৌস আলী	৩১ মার্চ, ২০২০	দিনাজপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ৩১, ২০২০
১৮৩	মো. সারওয়ার হোসেন	৩১ মার্চ, ২০২০	পাবনা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ৩১, ২০২০
১৮৪	ফারুক মোড়ল	৩১ মার্চ, ২০২০	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ৩১, ২০২০
১৮৫	মুসা আকবর	২৭ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৯, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
১৮৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৭ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৯, ২০২০
১৮৭	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৭ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৯, ২০২০
১৮৮	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৭ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৯, ২০২০
১৮৯	শানু হাওলাদার	২৬ মার্চ, ২০২০	বরগুনা	হেফাজতে মৃত্যু	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, মার্চ ২৭, ২০২০
১৯০	সুরত আলি	২৫ মার্চ, ২০২০	দিনাজপুর	পুলিশের গুলিতে নিহত	মানবজমিন, মার্চ ২৭, ২০২০
১৯১	পারভেজ খান	২৫ মার্চ, ২০২০	কুষ্টিয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৬, ২০২০
১৯২	মনিরুজ্জামান মনির	২১ মার্চ, ২০২০	ঢাকা	পুলিশের মারধোরে নিহত	নিউ এজ, মার্চ ২২, ২০২০
১৯৩	সোহেল হাওলাদার	২১ মার্চ, ২০২০	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	মানবজমিন, মার্চ ২৩, ২০২০
১৯৪	আব্দুল আলিম	২১ মার্চ, ২০২০	পাবনা	পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে মৃত্যু	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২২, ২০২০
১৯৫	আব্দুল মান্না	১৬ মার্চ, ২০২০	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১৭, ২০২০
১৯৬	আলতাফ আলি	১২ মার্চ, ২০২০	ময়মনসিংহ	পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু	প্রথম আলো, মার্চ ১৫, ২০২০
১৯৭	মো. জোবায়েদ মিয়া	৯ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১০, ২০২০
১৯৮	মুসা মিয়া	৩ মার্চ, ২০২০	খাগড়াছড়ি	বিজিবির গুলিতে মৃত্যু	নিউ এজ, মার্চ ৩, ২০২০
১৯৯	আলী আকবর	৩ মার্চ, ২০২০	খাগড়াছড়ি	বিজিবির গুলিতে মৃত্যু	নিউ এজ, মার্চ ৩, ২০২০
২০০	আহমেদ আলী	৩ মার্চ, ২০২০	খাগড়াছড়ি	বিজিবির গুলিতে মৃত্যু	নিউ এজ, মার্চ ৩, ২০২০
২০১	মফিজ মিয়া	৩ মার্চ, ২০২০	খাগড়াছড়ি	বিজিবির গুলিতে মৃত্যু	নিউ এজ, মার্চ ৩, ২০২০
২০২	মোহাম্মদ ফারুক	২ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ৩, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
২০৩	নুর হোসেন	২ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ৩, ২০২০
২০৪	মোহাম্মদ ইমরান	২ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ৩, ২০২০
২০৫	আলী হোসেন	২ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ৩, ২০২০
২০৬	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	২ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ৩, ২০২০
২০৭	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	২ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ৩, ২০২০
২০৮	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	২ মার্চ, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ৩, ২০২০
২০৯	শাহীন বিশ্বাস	১ মার্চ, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২, ২০২০
২১০	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১ মার্চ, ২০২০	ফেনী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২, ২০২০
২১১	বুলু মিয়া	২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	মৌলভীবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১, ২০২০
২১২	মাহফুজ আলম সুজন	২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ফেনী	পুলিশের গুলিতে নিহত	অধিকার ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন জানুয়ারি-মার্চ ২০২০, প্রকাশকাল মে ১, ২০২০
২১৩	শামসুল হুদা নিশান	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ফেনী	দুই ডাকাতদলের মধ্যকার গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২০
২১৪	শরিফুল ইসলাম	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ফেনী	দুই ডাকাতদলের মধ্যকার গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২০
২১৫	মো. নুরুজ্জামান ওরফে নুরুল হক	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	যশোর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২০
২১৬	কল্পনা বেগম জোসনা	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ঢাকা	হেফাজতে মৃত্যু	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২০
২১৭	আব্দুস সালাম	২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২০
২১৮	ফটিক মিয়া	২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	সিলেট	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
২১৯	আলী হোসেন	২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	সিলেট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২০
২২০	মো. ইমন	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২০
২২১	মো. জাহাঙ্গীর	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২০
২২২	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	নারায়ণগঞ্জ	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২০
২২৩	রফিকুল ইসলাম	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	দিনাজপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২০
২২৪	ওয়াজেদ আলী	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	দিনাজপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২০
২২৫	হাব্বান আলী শেখ	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	পাবনা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২০
২২৬	তরিকুল ইসলাম ওরফে সাদ্দাম	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২০
২২৭	লাবলু মন্ডল	১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	মাগুরা	দলের সাথে বন্দুকযুদ্ধ	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২০
২২৮	দাউল হোসেন	১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	মাগুরা	দলের সাথে বন্দুকযুদ্ধ	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২০
২২৯	আইয়ুব আলী	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	দিনাজপুর	দলের সাথে বন্দুকযুদ্ধ	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০২০
২৩০	নুরুল আমিন	১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২০
২৩১	মাজারুল ইসলাম	১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২০
২৩২	কাশিদুল ইসলাম	৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	দিনাজপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২০
২৩৩	শহিদ হোসেন	৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২০
২৩৪	মোজাফফর হোসেন	২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	কুড়িগ্রাম	পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু	নয়া দিগন্ত, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০২০
২৩৫	মোহাম্মদ শাহীন	৩০ জানুয়ারি, ২০২০	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ১, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
২৩৬	নাজমুল হুদা	৩০ জানুয়ারি, ২০২০	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ১, ২০২০
২৩৭	মো. আব্দুল নাসির	৩০ জানুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ১, ২০২০
২৩৮	জুয়েল হোসেন	৩০ জানুয়ারি, ২০২০	যশোর	ডিবি পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৩১, ২০২০
২৩৯	আনোয়ার হোসেন ইউসুফ	২৮ জানুয়ারি, ২০২০	নোয়াখালী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৯, ২০২০
২৪০	মোরশেদ আলম	২৬ জানুয়ারি, ২০২০	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৭, ২০২০
২৪১	মোহাম্মদ নাসির	২৬ জানুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৭, ২০২০
২৪২	মিন্টু গাজী	২৪ জানুয়ারি, ২০২০	মাগুরা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৫, ২০২০
২৪৩	আবু হানিফ বেপারি	২৪ জানুয়ারি, ২০২০	নাটোর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৫, ২০২০
২৪৪	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	২৪ জানুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৫, ২০২০
২৪৫	আনোয়ার হোসেন	২০ জানুয়ারি, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জানুয়ারি ২২, ২০২০
২৪৬	মো. আইয়াস	১৯ জানুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২০, ২০২০
২৪৭	ইয়াসমিন বেগম	১৮ জানুয়ারি, ২০২০	গাজীপুর	ডিবি পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু	আসক- এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২০
২৪৮	আবুল হাসিম	১৫ জানুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৬, ২০২০
২৪৯	মোহাম্মদ আইয়ুব	১৫ জানুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৬, ২০২০
২৫০	এনায়েত উল্লাহ	১৫ জানুয়ারি, ২০২০	ফরিদপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৬, ২০২০
২৫১	রহমত আলী	১৩ জানুয়ারি, ২০২০	দিনাজপুর	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৪, ২০২০
২৫২	আবুল কাশেম	১৩ জানুয়ারি, ২০২০	দিনাজপুর	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৪, ২০২০

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
২৫৩	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১২ জানুয়ারি, ২০২০	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, জানুয়ারি ১৩, ২০২০
২৫৪	মোহাম্মদ ইসমাইল	৬ জানুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৭, ২০২০
২৫৫	হেলাল উদ্দিন	৬ জানুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৭, ২০২০
২৫৬	সামুদা বেগম	৫ জানুয়ারি, ২০২০	কক্সবাজার	পুলিশের গুলিতে নিহত	দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, জানুয়ারি ৬, ২০২০
২৫৭	এমদাদ	৩ জানুয়ারি, ২০২০	চট্টগ্রাম	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৪, ২০২০
২৫৮	জাকির হোসেন গাজী	৩ জানুয়ারি, ২০২০	সাতক্ষীরা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৪, ২০২০
২৫৯	আনোয়ার সাদেক	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১, ২০২০
২৬০	শাহাদাদ হোসেন স্বপন	৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯	নোয়াখালী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ৩১, ২০১৯
২৬১	রনি মিয়া	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ২৯, ২০১৯
২৬২	মোখলেসুর রহমান সুবল	২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯	নোয়াখালী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ২৮, ২০১৯
২৬৩	মোহাম্মদ রুবেল	২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ২৪, ২০১৯
২৬৪	মো. আমিন হোসেন	২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯	পাবনা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ২৪, ২০১৯
২৬৫	মনির হোসেন	২৩ ডিসেম্বর, ২০১৯	নোয়াখালী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ২৪, ২০১৯
২৬৬	সিদ্দিক	২১ ডিসেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জানুয়ারি ২৩, ২০২০
২৬৭	মোহাম্মদ শাহজাহান	২১ ডিসেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জানুয়ারি ২৩, ২০২০
২৬৮	জয়নাল	২০ ডিসেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ২১, ২০১৯
২৬৯	আব্দুল করিম	১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ২০, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
২৭০	আলমগীর হোসেন	১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯	ঢাকা	পুলিশের হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ	দৈনিক ইত্তেফাক, মার্চ ৩, ২০২১
২৭১	ইয়াসিন মিয়া	১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯	ফরিদপুর	পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে মৃত্যু	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ১৭, ২০১৯
২৭২	সোহেল	১৪ ডিসেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৯
২৭৩	নুর আলম (নুর হাফিজ)	১৪ ডিসেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৯
২৭৪	ইমাম হোসেন	১০ ডিসেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জানুয়ারি ২৩, ২০২০
২৭৫	মোহাম্মদ আলী	৩ ডিসেম্বর, ২০১৯	জামালপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ৪, ২০১৯
২৭৬	আব্দুল হামিদ	২৯ নভেম্বর, ২০১৯	বান্দরবন	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ৩০, ২০১৯
২৭৭	লক্ষিন্দর আলী	২৫ নভেম্বর, ২০১৯	সুনামগঞ্জ	পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ২৬, ২০১৯
২৭৮	মিজানুর রহমান মিন্টু	২৫ নভেম্বর, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ২৫, ২০১৯
২৭৯	ইয়াসিন	১৭ নভেম্বর, ২০১৯	বান্দরবন	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ১৮, ২০১৯
২৮০	হোসেন	১৭ নভেম্বর, ২০১৯	বান্দরবন	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ১৮, ২০১৯
২৮১	নুর কবির	১৫ নভেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ১৬, ২০১৯
২৮২	রাজ্জাক মিয়া	১৫ নভেম্বর, ২০১৯	নরসিংদী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ১৬, ২০১৯
২৮৩	মাহমুদুল হাসান	১৪ নভেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, নভেম্বর ১৫, ২০১৯
২৮৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৯ অক্টোবর, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ২৯, ২০১৯
২৮৫	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৯ অক্টোবর, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ২৯, ২০১৯
২৮৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৯ অক্টোবর, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ২৯, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
২৮৭	আবু সায়েদ চতিকা	২৭ অক্টোবর, ২০১৯	নারায়ণগঞ্জ	পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ২৮, ২০১৯
২৮৮	নাজির আহমেদ ওরফে সুমন কালু	২৩ অক্টোবর, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ২৪, ২০১৯
২৮৯	প্রকাশ সেলিম	২৩ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ২৪, ২০১৯
২৯০	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২০ অক্টোবর, ২০১৯	ভোলা	পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, ২১ অক্টোবর, ২০১৯
২৯১	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২০ অক্টোবর, ২০১৯	ভোলা	পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, ২১ অক্টোবর, ২০১৯
২৯২	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২০ অক্টোবর, ২০১৯	ভোলা	পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, ২১ অক্টোবর, ২০১৯
২৯৩	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২০ অক্টোবর, ২০১৯	ভোলা	পুলিশের গুলিতে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, ২১ অক্টোবর, ২০১৯
২৯৪	মোহাম্মদ আজিজ	২০ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ২১, ২০১৯
২৯৫	আবুল হাশেম	১৮ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৯, ২০১৯
২৯৬	নুর কামাল	১৮ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৯, ২০১৯
২৯৭	আব্দুল মোতালেব	১৮ অক্টোবর, ২০১৯	ময়মনসিংহ	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৯, ২০১৯
২৯৮	আমিনুল ইসলাম কাসেত	১৮ অক্টোবর, ২০১৯	জয়পুরহাট	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৯, ২০১৯
২৯৯	জিয়াবুল হক বাবুল	১৭ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৮, ২০১৯
৩০০	আজিম উল্লাহ	১৭ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৮, ২০১৯
৩০১	আমিনুর রহমান	১৫ অক্টোবর, ২০১৯	খুলনা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৬, ২০১৯
৩০২	রফিকুল ইসলাম	১৫ অক্টোবর, ২০১৯	খুলনা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৬, ২০১৯
৩০৩	মনিশ সাহা	১৫ অক্টোবর, ২০১৯	খুলনা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৬, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৩০৪	আখতারুল ইসলাম	১৫ অক্টোবর, ২০১৯	খুলনা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৬, ২০১৯
৩০৫	কুদরত আলী	১৫ অক্টোবর, ২০১৯	হবিগঞ্জ	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৬, ২০১৯
৩০৬	আব্দুর রহমান	১২ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৩, ২০১৯
৩০৭	আহমেদ হোসেন	১২ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১৩, ২০১৯
৩০৮	জহিরুল হক খন্দকার	১১ অক্টোবর, ২০১৯	ঢাকা	পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু	আল জাজিরা ওয়েবসাইট, নভেম্বর ২২, ২০১৯
৩০৯	সাদ্দাম হোসেন	৩ অক্টোবর, ২০১৯	ময়মনসিংহ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ৪, ২০১৯
৩১০	মো. আমিন	১ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১, ২০১৯
৩১১	হেলাল উদ্দিন সুমন	১ অক্টোবর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১, ২০১৯
৩১২	মোহাম্মদ ইউনুস	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১, ২০১৯
৩১৩	মোহাম্মদ জামাল	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, অক্টোবর ১, ২০১৯
৩১৪	দোস্ত মোহাম্মদ	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৯
৩১৫	দিল মোহাম্মদ	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৯
৩১৬	আব্দুল করিম	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	ময়মনসিংহ	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৯
৩১৭	সুশান মিত্র ওরফে সুমন	২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০১৯
৩১৮	মো. রাসেল	২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	চট্টগ্রাম	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৯
৩১৯	আরিফ হোসেন	২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	লক্ষ্মীপুর	পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৯
৩২০	আসমত উল্লাহ	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৩২১	মোহাম্মদ রফিক	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০১৯
৩২২	মোহাম্মদ জামিল	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০১৯
৩২৩	হাবিব উল্লাহ	১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের গুলিতে নিহত	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট, নভেম্বর ৪, ২০১৯
৩২৪	আব্দুর রহিম	১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	রাজবাড়ী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৯
৩২৫	রুবেল মিয়া	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	ময়মনসিংহ	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৯
৩২৬	টুটুল	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৯
৩২৭	নেসার আহমেদ	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট, নভেম্বর ৪, ২০১৯
৩২৮	আব্দুল করিম	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট, নভেম্বর ৪, ২০১৯
৩২৯	সুজন মালিথা	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কুষ্টিয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৯
৩৩০	হৃদয়	১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	নারায়ণগঞ্জ	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ১২, ২০১৯
৩৩১	বেলাল হোসেন	৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	সিলেট	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ৬, ২০১৯
৩৩২	ফজর আলি	২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	সিলেট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৯
৩৩৩	মোহাম্মদ খলিল	২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	ময়মনসিংহ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৯
৩৩৪	নুর মোহাম্মদ	১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট, নভেম্বর ৪, ২০১৯
৩৩৫	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৯ আগস্ট, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের টহলবাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৩০, ২০১৯
৩৩৬	রাসেল মিয়া	২৯ আগস্ট, ২০১৯	কুমিল্লা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৩০, ২০১৯
৩৩৭	সুজন মিয়া	২৯ আগস্ট, ২০১৯	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৩০, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৩৩৮	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	২৭ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট, নভেম্বর ৪, ২০১৯
৩৩৯	বুজেন্দ্র চাকমা	২৬ আগস্ট, ২০১৯	খাগড়াছড়ি	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর টহলবাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৭, ২০১৯
৩৪০	রসিল চাকমা	২৬ আগস্ট, ২০১৯	খাগড়াছড়ি	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর টহলবাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৭, ২০১৯
৩৪১	নবীন জ্যোতি চাকমা	২৬ আগস্ট, ২০১৯	খাগড়াছড়ি	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর টহলবাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৭, ২০১৯
৩৪২	মুহাম্মদ শাহ	২৪ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৫, ২০১৯
৩৪৩	আব্দু শুক্কুর	২৪ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৫, ২০১৯
৩৪৪	আব্দুস সাহিদ	২৪ আগস্ট, ২০১৯	সিলেট	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৫, ২০১৯
৩৪৫	সুমন চাকমা	২৩ আগস্ট, ২০১৯	রাঙ্গামাটি	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর টহলবাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৪, ২০১৯
৩৪৬	নুর আলম	২২ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৩, ২০১৯
৩৪৭	সরকার	২২ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৩, ২০১৯
৩৪৮	এখলাস উদ্দিন	২২ আগস্ট, ২০১৯	ময়মনসিংহ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৩, ২০১৯
৩৪৯	কামাল হোসেন প্রকাশ ওরফে বাদশাহ ডাকাত	২০ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ২১, ২০১৯
৩৫০	আল মামুন	১০ আগস্ট, ২০১৯	নীলফামারী	পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু	আসক- এর বুলেটিন, অক্টোবর ৩, ২০১৯
৩৫১	চান মিয়া হাওলাদার	১০ আগস্ট, ২০১৯	পটুয়াখালী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ১১, ২০১৯
৩৫২	চিনু মিয়া	৯ আগস্ট, ২০১৯	গাইবান্ধা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ১০, ২০১৯
৩৫৩	আব্দুর শুক্কুর	৮ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট, নভেম্বর ৪, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৩৫৪	মুহাম্মদ শাহ	৮ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট, নভেম্বর ৪, ২০১৯
৩৫৫	মালেক ফকির	৮ আগস্ট, ২০১৯	বরিশাল	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৯, ২০১৯
৩৫৬	আফজাল হোসেন	৭ আগস্ট, ২০১৯	বগুড়া	সন্ত্রাসীদের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৮, ২০১৯
৩৫৭	ধানেশ ওরফে সুকুমার	৭ আগস্ট, ২০১৯	বগুড়া	সন্ত্রাসীদের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৮, ২০১৯
৩৫৮	শিশির ঘোষ	৭ আগস্ট, ২০১৯	যশোর	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৮, ২০১৯
৩৫৯	আশরাফুল ইসলাম	৬ আগস্ট, ২০১৯	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৭, ২০১৯
৩৬০	সোলেমান	৫ আগস্ট, ২০১৯	হবিগঞ্জ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৬, ২০১৯
৩৬১	জহিরুল ইসলাম	৫ আগস্ট, ২০১৯	ময়মনসিংহ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৬, ২০১৯
৩৬২	জনি মিয়া	৫ আগস্ট, ২০১৯	ময়মনসিংহ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৬, ২০১৯
৩৬৩	দেলোয়ার হোসেন	৫ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৬, ২০১৯
৩৬৪	মো. আইয়ুব (রোহিঙ্গা)	৫ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৬, ২০১৯
৩৬৫	নুরুল ইসলাম (রোহিঙ্গা)	৫ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৬, ২০১৯
৩৬৬	মেহেদি হাসান	৩ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৪, ২০১৯
৩৬৭	জুনায়েদ	৩ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৪, ২০১৯
৩৬৮	আইয়ুব	৩ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৪, ২০১৯
৩৬৯	ইমরান মোল্লা	৩ আগস্ট, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৪, ২০১৯
৩৭০	নজরুল ইসলাম নাজু	২ আগস্ট, ২০১৯	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ৩, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৩৭১	মোহাম্মদ ইব্রাহিম	৩১ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, আগস্ট ১, ২০১৯
৩৭২	আরমান	৩০ জুলাই, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, জুলাই ৩০, ২০১৯
৩৭৩	মো. সুমন	২৯ জুলাই, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৩০, ২০১৯
৩৭৪	আব্দুর রহমান	২৯ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৩০, ২০১৯
৩৭৫	ওমর ফারুক	২৯ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৩০, ২০১৯
৩৭৬	জাকের	২৮ জুলাই, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৯, ২০১৯
৩৭৭	সুজন মিয়া	২৭ জুলাই, ২০১৯	যশোর	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৮, ২০১৯
৩৭৮	নাজমুল হাসান ওরফে ব্যাঙ্গা বাবু	২৫ জুলাই, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৬, ২০১৯
৩৭৯	মহারাজ খলিফা	২৫ জুলাই, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৬, ২০১৯
৩৮০	হাবিবুর রহমান	২৩ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৫, ২০১৯
৩৮১	মোহাম্মদ কামাল (রোহিঙ্গা)	২৩ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৫, ২০১৯
৩৮২	নজরুল শিকদার	২৩ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৪, ২০১৯
৩৮৩	হামিদুল ইসলাম	২৩ জুলাই, ২০১৯	মেহেরপুর	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৪, ২০১৯
৩৮৪	বেলাল	২৩ জুলাই, ২০১৯	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৪, ২০১৯
৩৮৫	খালেক	২৩ জুলাই, ২০১৯	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২৪, ২০১৯
৩৮৬	মোহাম্মদ হোসেন	২১ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২২, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৩৮৭	রফিকুল ইসলাম	২০ জুলাই, ২০১৯	কুষ্টিয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২১, ২০১৯
৩৮৮	আসমাউল সওদাগর	১৭ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১৮, ২০১৯
৩৮৯	জাবেদ মিয়া	১৭ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১৮, ২০১৯
৩৯০	আমিন	১৬ জুলাই, ২০১৯	রাজশাহী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১৭, ২০১৯
৩৯১	মো. বিপ্লব	১৬ জুলাই, ২০১৯	নারায়ণগঞ্জ	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১৭, ২০১৯
৩৯২	মুফিদ আলম	১৪ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১৫, ২০১৯
৩৯৩	আব্দুল মালেক	১১ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ১২, ২০১৯
৩৯৪	সালিম উল্লাহ	৩ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ৪, ২০১৯
৩৯৫	সাব্বির হোসেন নয়ন	২ জুলাই, ২০১৯	বরগুনা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ৩, ২০১৯
৩৯৬	মোহাম্মদ হামিদ	১ জুলাই, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ৩, ২০১৯
৩৯৭	লিয়ন সিদ্দিকী	১ জুলাই, ২০১৯	গাজীপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জুলাই ৩, ২০১৯
৩৯৮	আব্দুর রহমান	২৮ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৮, ২০১৯
৩৯৯	আব্দুস সালাম	২৮ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৮, ২০১৯
৪০০	প্রশান্ত কুমার	২৮ জুন, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৮, ২০১৯
৪০১	কুরবান আলি	২৫ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৫, ২০১৯
৪০২	আব্দুল কাদের	২৫ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৫, ২০১৯
৪০৩	আব্দুর রহমান	২৫ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২৫, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৪০৪	জাফর মেম্বার	২১ জুন, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২২, ২০১৯
৪০৫	খলিল আহামেদ	২১ জুন, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২২, ২০১৯
৪০৬	বাবুল মিয়া	২১ জুন, ২০১৯	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২২, ২০১৯
৪০৭	এনামুল হক	২১ জুন, ২০১৯	মেহেরপুর	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২২, ২০১৯
৪০৮	লিপু	২০ জুন, ২০১৯	নারায়ণগঞ্জ	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	বাংলা নিউজ ২৪, জুন ২০, ২০১৯
৪০৯	আবুল হাশেম	১৬ জুন, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ১৭, ২০১৯
৪১০	দিল মোহাম্মদ	১৬ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ১৭, ২০১৯
৪১১	রাশেদুল ইসলাম	১৬ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ১৭, ২০১৯
৪১২	শহীদুল ইসলাম	১৬ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ১৭, ২০১৯
৪১৩	রাসেল মাহমুদ	১৫ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ১৬, ২০১৯
৪১৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১০ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ১১, ২০১৯
৪১৫	মহিবুল হাসান রুবেল	৯ জুন, ২০১৯	ফেনী	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	ঢাকা ট্রিবিউন, জুন ৯, ২০১৯
৪১৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৯ জুন, ২০১৯	ফেনী	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	ঢাকা ট্রিবিউন, জুন ৯, ২০১৯
৪১৭	রিপন	৯ জুন, ২০১৯	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	ঢাকা ট্রিবিউন, জুন ৯, ২০১৯
৪১৮	হেলাল উদ্দিন	৭ জুন, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৮, ২০১৯
৪১৯	হাবিব	৭ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৮, ২০১৯,
৪২০	শামসুল আলম	৭ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৮, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৪২১	নুর আলম	৭ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৮, ২০১৯
৪২২	মনিরুল ইসলাম বাবুল	৫ জুন, ২০১৯	ঠাকুরগাঁও	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৮, ২০১৯
৪২৩	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৪ জুন, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৮, ২০১৯
৪২৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৪ জুন, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৮, ২০১৯
৪২৫	ইসমাইল হোসেন	৩ জুন, ২০১৯	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৮, ২০১৯
৪২৬	মফিজুর রহমান	৩ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ৪, ২০১৯
৪২৭	আব্দুর গাফুর	১ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২, ২০১৯
৪২৮	মো. সাদেক	১ জুন, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জুন ২, ২০১৯
৪২৯	হাসান	২৮ মে, ২০১৯	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১৯
৪৩০	মোস্তাইন	২৮ মে, ২০১৯	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১৯
৪৩১	মইনুল	২৮ মে, ২০১৯	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১৯
৪৩২	হায়দার	২৮ মে, ২০১৯	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১৯
৪৩৩	মো. সেলিম	২৮ মে, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১৯
৪৩৪	মো. রুবেল	২৮ মে, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১৯
৪৩৫	বকুল মিয়া	২৮ মে, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১৯
৪৩৬	আব্দুল করিম	২৮ মে, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১৯
৪৩৭	মোহাম্মদ হানিফ	২৩ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ২৪, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৪৩৮	জাকির হোসেন	২৩ মে, ২০১৯	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ২৫, ২০১৯
৪৩৯	নাজমুল হোসেন	২১ মে, ২০১৯	মেহেরপুর	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ২৩, ২০১৯
৪৪০	মনির হোসেন	২০ মে, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ২১, ২০১৯
৪৪১	গিয়াস উদ্দিন	২০ মে, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ২১, ২০১৯
৪৪২	মো. মনসুর	১৯ মে, ২০১৯	চট্টগ্রাম	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ২১, ২০১৯
৪৪৩	মো. সেলিম	১৯ মে, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ২১, ২০১৯
৪৪৪	মো. ইব্রাহিম	১৭ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৯, ২০১৯
৪৪৫	ওমর ফারুক রায়হান	১৬ মে, ২০১৯	পটুয়াখালী	পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু/আত্মহত্যা	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৭, ২০১৯
৪৪৬	সিরাজ মিয়া	১৬ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৭, ২০১৯
৪৪৭	শহিদুল ইসলাম	১৫ মে, ২০১৯	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে মৃত্যু	প্রথম আলো, মে ১৭, ২০১৯
৪৪৮	মোহাম্মদ সিরাজ	১৫ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবি এবং পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১৭, ২০১৯
৪৪৯	আব্দুস সালাম	১৩ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১৫, ২০১৯
৪৫০	আজিম উল্লাহ	১৩ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১৫, ২০১৯
৪৫১	সৈয়দ মোস্তাফা ভুলু	১৩ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১৫, ২০১৯
৪৫২	হাফিজুর রহমান	১৩ মে, ২০১৯	পাবনা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১৫, ২০১৯
৪৫৩	আবুল কাসেম	১৩ মে, ২০১৯	যশোর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১৫, ২০১৯
৪৫৪	মুস্তাফা ভূঁইয়া	১৩ মে, ২০১৯	ময়মনসিংহ	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১৪, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৪৫৫	শাহ আলম	১১ মে, ২০১৯	চট্টগ্রাম	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১৩, ২০১৯
৪৫৬	জিয়ারুল ইসলাম কালু	১০ মে, ২০১৯	রাজশাহী	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১০, ২০১৯
৪৫৭	মোহাম্মদ মাসুম	৮ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১০, ২০১৯
৪৫৮	মোহাম্মদ মুনির হোসেন	৮ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মে ১০, ২০১৯
৪৫৯	মিজানুর রহমান জুয়েল	৭ মে, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৮, ২০১৯
৪৬০	সুজন মিয়া	৭ মে, ২০১৯	মুন্সীগঞ্জ	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৮, ২০১৯
৪৬১	শহিদুল ইসলাম সুমন	৭ মে, ২০১৯	লালমনিরহাট	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৮, ২০১৯
৪৬২	মুহাম্মদ আলম	৬ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৬, ২০১৯
৪৬৩	মুহাম্মদ রফিক	৬ মে, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৬, ২০১৯
৪৬৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৬ মে, ২০১৯	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৬, ২০১৯
৪৬৫	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৬ মে, ২০১৯	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৬, ২০১৯
৪৬৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৬ মে, ২০১৯	বাগেরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৬, ২০১৯
৪৬৭	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	৪ মে, ২০১৯	খুলনা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৫, ২০১৯
৪৬৮	হজরত আলী	৪ মে, ২০১৯	ময়মনসিংহ	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৫, ২০১৯
৪৬৯	আব্দুল্লাহ আল পায়েল	৩ মে, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৪, ২০১৯
৪৭০	ডাবলু হোসেন	৩ মে, ২০১৯	ঝিনাইদহ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ৪, ২০১৯
৪৭১	জহিরুল ইসলাম	৩০ এপ্রিল, ২০১৯	মাদারীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৪৭২	বাবু ওরফে বাঘা	৩০ এপ্রিল, ২০১৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১, ২০১৯
৪৭৩	এরফান হোসেন	৩০ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	ডাকাতদলের দুই পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১, ২০১৯
৪৭৪	নুর হোসেন	৩০ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	ডাকাতদলের দুই পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মে ১, ২০১৯
৪৭৫	মো. সাইফুল	২৯ এপ্রিল, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ৩০, ২০১৯
৪৭৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৮ এপ্রিল, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ৩০, ২০১৯
৪৭৭	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৮ এপ্রিল, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ৩০, ২০১৯
৪৭৮	লিটন সরকার	২৭ এপ্রিল, ২০১৯	বগুড়া	দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৮, ২০১৯
৪৭৯	আফসার আলী	২৭ এপ্রিল, ২০১৯	বগুড়া	দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৮, ২০১৯
৪৮০	মুজিবুর রহমান জিতু	২৭ এপ্রিল, ২০১৯	মৌলভীবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৮, ২০১৯
৪৮১	আলম ওরফে গাজা আলম	২৪ এপ্রিল, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৫, ২০১৯
৪৮২	দিল মোহাম্মদ	২৪ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৫, ২০১৯
৪৮৩	মোস্তাক আহমেদ	২৪ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৫, ২০১৯
৪৮৪	জাবেদ হোসেন	২৩ এপ্রিল, ২০১৯	চট্টগ্রাম	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৪, ২০১৯
৪৮৫	মালেক	২৩ এপ্রিল, ২০১৯	কুমিল্লা	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৪, ২০১৯
৪৮৬	ফারুক হোসেন	২২ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৩, ২০১৯
৪৮৭	সাইফুল ইসলাম	২২ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৩, ২০১৯
৪৮৮	মহিউদ্দিন	২১ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ২৩, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৪৮৯	শাহাব উদ্দিন	১৯ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ২১, ২০১৯
৪৯০	মোস্তফা কামাল	১৯ এপ্রিল, ২০১৯	সিরাজগঞ্জ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ২১, ২০১৯
৪৯১	হাবিবুর রহমান	১৮ এপ্রিল, ২০১৯	গাজীপুর	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০১৯
৪৯২	রাফিদ আনাম	১৮ এপ্রিল, ২০১৯	বগুড়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো এপ্রিল ২০, ২০১৯
৪৯৩	রুহুল আমিন	১২ এপ্রিল, ২০১৯	চুয়াডাঙ্গা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ১৪, ২০১৯
৪৯৪	নবি হোসেন	১১ এপ্রিল, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ১২, ২০১৯
৪৯৫	দেলোয়ার হোসেন	১১ এপ্রিল, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ১২, ২০১৯
৪৯৬	আবুল হাশেম	১১ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ১২, ২০১৯
৪৯৭	ফজলুর রহমান ফজু	১১ এপ্রিল, ২০১৯	মেহেরপুর	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ১২, ২০১৯
৪৯৮	মরম আলি	১০ এপ্রিল, ২০১৯	কিশোরগঞ্জ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ১১, ২০১৯
৪৯৯	নুরুল আলম	৫ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ৭, ২০১৯
৫০০	মোহাম্মদ জুবাইর	৫ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ৭, ২০১৯
৫০১	হামিদ উল্লাহ	৫ এপ্রিল, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ৭, ২০১৯
৫০২	মো. নাঈম হোসেন	৫ এপ্রিল, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ৬, ২০১৯
৫০৩	মো. জামাল হোসেন	৫ এপ্রিল, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ৬, ২০১৯
৫০৪	জাহাঙ্গীর আলম	৩১ মার্চ, ২০১৯	গাজীপুর	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, এপ্রিল ২, ২০১৯
৫০৫	মাহমুদুর রহমান	৩১ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ১, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৫০৬	মোহাম্মদ আবসার	৩১ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ১, ২০১৯
৫০৭	রুমানা আক্তার	৩১ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, এপ্রিল ১, ২০১৯
৫০৮	মোহাম্মদ হোসেন	৩০ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ৩১, ২০১৯
৫০৯	তাজরান মনির	২৮ মার্চ, ২০১৯	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৯, ২০১৯
৫১০	শাহ আলী	২৮ মার্চ, ২০১৯	ঢাকা	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৯, ২০১৯
৫১১	মোহাম্মদ ফারুক মিয়া	২৭ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১৯
৫১২	মোহাম্মদ ইলিয়াস	২৭ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১৯
৫১৩	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৭ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১৯
৫১৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৭ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১৯
৫১৫	শফিক	২৭ মার্চ, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১৯
৫১৬	কাওসার	২৭ মার্চ, ২০১৯	গাজীপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১৯
৫১৭	আবু তালেব	২৫ মার্চ, ২০১৯	চট্টগ্রাম	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৬, ২০১৯
৫১৮	নুর মোহাম্মদ	২২ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৩, ২০১৯
৫১৯	নুরুল আমিন	২২ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৩, ২০১৯
৫২০	কোরবান আলী	২২ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২৩, ২০১৯
৫২১	জামাল হক	২১ মার্চ, ২০১৯	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২২, ২০১৯
৫২২	ইয়াসির আরাফাত	১৯ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২০, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৫২৩	বাবুল	১৮ মার্চ, ২০১৯	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ১৮, ২০১৯
৫২৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১৭ মার্চ, ২০১৯	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১৮, ২০১৯
৫২৫	মোস্তাক মিয়া	১৫ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১৬, ২০১৯
৫২৬	মোক্তার মিয়া	১৫ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১৬, ২০১৯
৫২৭	নুরুল ইসলাম	১৪ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১৫, ২০১৯
৫২৮	মিরাজুল ইসলাম মিরাজ	৮ মার্চ, ২০১৯	খুলনা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ৯, ২০১৯
৫২৯	শামীম	৬ মার্চ, ২০১৯	যশোর	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ৭, ২০১৯
৫৩০	সাজু	৩ মার্চ, ২০১৯	মেহেরপুর	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, মার্চ ৫, ২০১৯
৫৩১	লালু মিয়া	৩ মার্চ, ২০১৯	ময়মনসিংহ	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ৪, ২০১৯
৫৩২	নাজির আহমেদ	১ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মার্চ ১, ২০১৯
৫৩৩	গিয়াস উদ্দিন	১ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মার্চ ১, ২০১৯
৫৩৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মার্চ ১, ২০১৯
৫৩৫	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মার্চ ১, ২০১৯
৫৩৬	আব্দুল শুক্কুর	১ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২, ২০১৯
৫৩৭	মোহাম্মদ ইলিয়াস	১ মার্চ, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২, ২০১৯
৫৩৮	মো. সলিম	১ মার্চ, ২০১৯	মুন্সীগঞ্জ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ২, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৫৩৯	সাহেব আলী	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	সাতক্ষীরা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১, ২০১৯
৫৪০	হাবিবুর রহমান	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	সাতক্ষীরা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১, ২০১৯
৫৪১	বিল্লাল হোসেন	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, মার্চ ১, ২০১৯
৫৪২	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, মার্চ ৪, ২০১৯
৫৪৩	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	আসক- এর প্রেস বিবৃতি, মার্চ ৪, ২০১৯
৫৪৪	এমদাদ খন্দকার	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কুষ্টিয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১৯
৫৪৫	মামুন সরকার	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	বরিশাল	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১৯
৫৪৬	কামাল হোসেন	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১৯
৫৪৭	আরিফ	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	সাতক্ষীরা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৯
৫৪৮	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	সাতক্ষীরা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৯
৫৪৯	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	সাতক্ষীরা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৯
৫৫০	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	সাতক্ষীরা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৯
৫৫১	তোফাজ্জল হোসেন	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	জয়পুরহাট	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৯
৫৫২	হজরত আলী	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১৯
৫৫৩	মো. বিল্লাল হোসেন	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১৯
৫৫৪	নুরুল আলম	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১৯
৫৫৫	মাসুদ রানা	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	খুলনা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৫৫৬	আব্দুর রশিদ	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ময়মনসিংহ	ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১৯
৫৫৭	মো. আল আমিন	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১৯
৫৫৮	মেহেদি হাসান	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১৯
৫৫৯	ইবাদাত হোসেন বাবু	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	যশোর	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১৯
৫৬০	জাফর আলম	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১৯
৫৬১	মোফাজ্জল হোসেন	১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কুষ্টিয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১৯
৫৬২	মাহাবুল ইসলাম	১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কুষ্টিয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১৯
৫৬৩	নাজমুল হোসেন মালিথা	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কুষ্টিয়া	মাদক ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৯
৫৬৪	মঙ্গল মিয়া	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৯
৫৬৫	হুমায়ুন বেপারি	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	মুন্সীগঞ্জ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার , ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৯
৫৬৬	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	খুলনা	কোস্টগার্ডের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৯
৫৬৭	শান্ত চৌধুরী	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৯
৫৬৮	নবাব	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ঠাকুরগাঁও	বিজিবির গুলিতে মৃত্যু	দ্য ডেইলি স্টার , ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৯
৫৬৯	সাদেক	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ঠাকুরগাঁও	বিজিবির গুলিতে মৃত্যু	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৯
৫৭০	জয়নুল ইসলাম	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ঠাকুরগাঁও	বিজিবির গুলিতে মৃত্যু	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৯
৫৭১	মোহাম্মদ ইব্রাহিম	৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বিজিবির গুলিতে মৃত্যু	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৫৭২	মহিউদ্দিন	৩১ জানুয়ারি, ২০১৯	ফেনী	দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০১৯
৫৭৩	হবিবুর রহমান	২৬ জানুয়ারি, ২০১৯	কুষ্টিয়া	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৭, ২০১৯
৫৭৪	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৪ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৫, ২০১৯
৫৭৫	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৪ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৫, ২০১৯
৫৭৬	হেলাল উদ্দিন	২৪ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ২৫, ২০১৯
৫৭৭	শামসুল	২০ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জানুয়ারি ২২, ২০১৯
৫৭৮	মোস্তাক আহমেদ	১৯ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবি এবং পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জানুয়ারি ২১, ২০১৯
৫৭৯	রুম্মান হোসেন	১৬ জানুয়ারি, ২০১৯	নড়াইল	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৭, ২০১৯
৫৮০	জাহাঙ্গীর আকন্দ	১৪ জানুয়ারি, ২০১৯	শরীয়তপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৫, ২০১৯
৫৮১	রাসেল ফকির	১৪ জানুয়ারি, ২০১৯	শরীয়তপুর	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৫, ২০১৯
৫৮২	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	১২ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির গুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৩, ২০১৯
৫৮৩	অজ্ঞাতনামা রোহিঙ্গা	১২ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	বিজিবির গুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ১৩, ২০১৯
৫৮৪	আব্দুর রশিদ	১০ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জানুয়ারি ১১, ২০১৯
৫৮৫	আবুল কালাম	১০ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জানুয়ারি ১১, ২০১৯
৫৮৬	আশরাফ উদ্দিন	১০ জানুয়ারি, ২০১৯	কিশোরগঞ্জ	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	প্রথম আলো, জানুয়ারি ১২, ২০১৯
৫৮৭	হাফিজুর রহমান	৮ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৯, ২০১৯
৫৮৮	সাব্বির হোসেন	৮ জানুয়ারি, ২০১৯	কক্সবাজার	র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৯, ২০১৯

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	জেলা	মৃত্যুর কারণ	উৎস
৫৮৯	আসাদ	২ জানুয়ারি, ২০১৯	ফেনী	র‍্যাবের সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৩, ২০১৯
৫৯০	ইমামুল আকন্দ	২ জানুয়ারি, ২০১৯	ফেনী	র‍্যাবের সাথে গোলাগুলিতে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৩, ২০১৯
৫৯১	সাইফুল	২ জানুয়ারি, ২০১৯	কুমিল্লা	পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত	দ্য ডেইলি স্টার, জানুয়ারি ৩, ২০১৯

পরিশিষ্ট দুই

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কেসস্টাডি, ২০১৯-২০২১

মিলন বিকাশ ত্রিপুরা

পটভূমি: ২০২১ সালের ২৮ মে ভোর সাড়ে ৪টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ির অরুন পাড়া এলাকার বাসিন্দা মানসারাই ত্রিপুরার ছেলে মিলন বিকাশ ত্রিপুরা (২৬) খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সাজেকের একটি পর্যটন কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। পুলিশের ভাষ্যমতে, মিলন বিকাশ ত্রিপুরার মাথায় আঘাত ও গলায় গামছার দাগ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের মতে কারাগারের ভেতরে আইসোলেশন ওয়ার্ডের টয়লেটে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

খাগড়াছড়ির গুইমারাতে একজন প্রতিবেশীর করা পর্নোগ্রাফির মামলায় মিলন বিকাশ ত্রিপুরা ২০২১ সালের ১৬ মে বিকাল ৪টার দিকে গ্রেফতার হন। মামলার অভিযোগে বলা হয় যে, মিলন প্রতিবেশীর ১২ বছরের এক শিশুর গোসলরত অবস্থার চিত্র তাঁর মোবাইলে ধারণ করেন। বাদী জানান যে, তিনি ঘটনার দিনই মিলনের মোবাইলে সাত থেকে আটটি ভিডিও দেখেন এবং পরবর্তীতে ভিডিওগুলো পুলিশকে দেখিয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। পরের দিন, ১৭ মে মিলনকে আদালতের নির্দেশে খাগড়াছড়ি কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

পরিবারের বক্তব্য: মিলন জেলে যাওয়ার পর থেকে প্রতিদিন তাঁর স্ত্রী রিমা ত্রিপুরার সাথে ফোনালাপ করতেন। মৃত্যুর আগের দিন, ২০২১ সালের ২৭ মে, বৃহস্পতিবার, তিনি রিমার সাথে ফোনে কথা বলেন। মিলন এরপর জানতে চান কখন তাঁকে জেল থেকে বের করতে পারবেন। মিলনের স্ত্রী রিমা ত্রিপুরার মতে, তিনি তাঁর স্বামীর সাথে কথা বলার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় একটি বিকাশ নম্বরে বিভিন্ন সময় দুই হাজার টাকাও পাঠিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, মিলনের গলায় এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি কারা কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মিলন গামছা পেলেন কীভাবে? জেলে থাকাকালে তো তাঁকে কোনো গামছা দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। জেলের ভেতর তাঁর স্বামীর মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করেন তিনি।

পুলিশের বক্তব্য: খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারে কর্মরত সহকারি প্রধান কারারক্ষী ছবি রঞ্জন ত্রিপুরা ঘটনার সময়ে উপস্থিত না থাকার কারণে এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের জেল সুপার (অতিরিক্ত) ও সহকারি কমিশনার মো. সাজ্জাদ হোসেন জানান, মিলন বিকাশ ত্রিপুরা আইসোলেশন ওয়ার্ডের ল্যাট্রিন-এর ভেন্টিলেটর- এর রডের সাথে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষী পরে তাঁকে উদ্ধার করে কারা হাসপাতালের সহকারি সার্জনের পরামর্শ মোতাবেক তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। মো. সাজ্জাদ হোসেন ২৯ মে দ্য ডেইলি স্টারের একজন সাংবাদিককে বলেন, কারাগারে মিলনের মৃত্যুর ঘটনায় জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটিকে তিন কার্য দিবসের মধ্যে এবং কারা কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটিকে পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মিলনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তাঁর পরিবারকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসকের বক্তব্য: খাগড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) ডা. রিপল বাপ্পি চাকমা বলেন, খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার থেকে এক কয়েদিকে হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে আনার আগেই ওই কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ তদন্তকারী সহকারি কমিশনার শ্যামানন্দ কুণ্ড বলেন, গলায় কালো রঙের দাগ ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

মামলার অবস্থা: মিলন বিকাশ ত্রিপুরার মৃত্যুর ঘটনায় খাগড়াছড়ি কারাগারে একটি মামলা হয়েছে। মিলনের বাবা মানসরাই ত্রিপুরা বাদী হয়ে ২০২১ সালের ৩ জুন খাগড়াছড়ি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। বন্দীর মৃত্যুতে কারা কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন এখনও জমা দেওয়া হয়নি। লাশের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে 'আত্মহত্যা' মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সানাউল হক বিশ্বাস

পটভূমি: চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলার চাঁন শিকারী গ্রামে ২০২১ সালের ২৯ এপ্রিল রাত ৯ টার দিকে গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন নির্যাতনে গ্রামের মৃত মুর্শেদ বিশ্বাসের ছেলে সানাউল হক বিশ্বাস (৪৪) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। তিনি ভোলাহাট থানায় মাদক মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরিবার দাবি করেছে, পুলিশের নির্যাতনেই সানাউল মারা গেছেন, যদিও পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

পরিবারের বক্তব্য: পরিবারের মতে, ডিবি পুলিশ মাঝেমধ্যেই সানাউলের কাছ থেকে টাকা দাবি করতেন। গ্রেফতারের পর তাঁরা সানাউলের কাছে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেন। একটা সময় পর পুলিশ ২ লক্ষ টাকা দাবি করলে সানাউল সেই টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান। পরিবারের দাবি, এর ফলেই পুলিশ তাঁকে নির্যাতন করে। সানাউলের ভাই মাসুদ রানা বলেন, ২০২১ সালের ২৯ এপ্রিল ইফতারের পর তাঁর ভাই বাড়ির পাশের এক দোকানে ডিম কিনতে যান। এ সময় গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তাঁকে আটক করে। তাঁরা সেখানেই তাঁকে মারধর শুরু করে। পরিবার আরও জানায় যে, ওই সময় ভাই বারবার পানি খেতে চাইলেও পুলিশ দেয়নি। পরে তাঁকে বাড়ির পাশে আমবাগানে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়। রানা দাবি করেন, এর ফলে তাঁর ভাই আরো অসুস্থ হয়ে যান। তখন পুলিশ তাঁকে ভোলাহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়, কিন্তু অবস্থা গুরুতর হওয়াতে ডাক্তাররা তাঁকে সেখানে গ্রহণ করেননি। পরে তিনি মারা যান। ভাইয়ের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে রানা বলেন, তাঁর ভাই কোনো মাদক ব্যবসায়ী ছিলেন না এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না। ঘটনার নিষ্পত্তি করার জন্য ভোলাহাট থানার ওসি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে সানাউলের বাড়িতে এসেছিলেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। নেতারা পরিবারকে কোনো অভিযোগ না করার এবং কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে লাশ গ্রহণের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন।

পুলিশের বক্তব্য: সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিশ বলছে, সানাউল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহবুব আলম খান জানান, সানাউল মাদক মামলায় পলাতক আসামী ছিলেন। রাতে একটি বাগানে মাদক সেবনের সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করেন সানাউল। এ সময় তিনি পড়ে গেলে পুলিশ তাঁকে আটক করে। আটকের পর সানাউল বুকে ব্যথা অনুভব করলে প্রথমে তাঁকে ভোলাহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে নেওয়া হয়, পরে রাত সাড়ে এগারোটার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ২:৪৫ এর দিকে তিনি মারা যান। তিনি বলেন যে, সানাউল একজন মাদক ব্যবসায়ী। গত ১৩ এপ্রিল তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৮০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ভোলাহাট থানায় মামলা হয়। তিনি আরও বলেন যে, লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ৩০ এপ্রিল বিকালে ময়নাতদন্ত শেষ হয় এবং পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

চিকিৎসকের বক্তব্য: নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন ডাক্তার জানান, তাঁর হাঁটুতে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

মামলার অবস্থা: গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) হেফাজতে সানাউলের মৃত্যুর ঘটনায় র‍্যাবকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। ২০২১ সালের ২ মে ভোলাহাট আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু কাহার ঘটনাটি তদন্ত করতে নির্দেশ দেন।

দেলোয়ার হোসেন

পটভূমি: কক্সবাজারের রামু উপজেলায় র‍্যাবের সাথে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' দেলোয়ার হোসেন (২৮) নিহত হন। ২০২১ সালের ৩ মার্চ রাত ৮টার দিকে রামুর রাবার বাগান এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। দেলোয়ার হোসেন টেকনাফের উত্তর জালিয়াপাড়া গ্রামের কালা মিয়ার ছেলে। গণমাধ্যমের তথ্যানুসারে, ঘটনাস্থল থেকে ৪ লাখ ইয়াবা, ১টি পিস্তল ও ৪ রাউন্ড গুলি এবং একটি বুলেট কেসিং উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে দেলোয়ার একজন মাদক ব্যবসায়ী।

পরিবারের বক্তব্য: নিহতের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পুলিশের বক্তব্য: র‍্যাব-৭ এর ডেপুটি কমান্ডার মেজর মুশফিকুর রহমান জানান, ইয়াবার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পেয়ে দীর্ঘদিন দেলোয়ার হোসেনের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি রাখা হয়। তিনি বলেন, র‍্যাব-৭ এর সদস্যরা ২০২১ সালের ৩ মার্চ ভোরে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানা এলাকা থেকে দেলোয়ারকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাঁকে কক্সবাজার নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে র‍্যাব-১৫ এর সদস্যরা যোগ দেয়। পরে দেলোয়ার হোসেনের দেয়া তথ্য মতে টেকনাফ, কক্সবাজার ও রামুতে অভিযান চালানো হয়। সব জায়গায় ব্যর্থ হয়ে সন্ধ্যা ৭টার দিকে রামুর জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের উত্তর মিঠাছড়ির রাবার বাগান এলাকার পাহাড়ি এলাকায় অভিযানে যায় র‍্যাব-৭। সেখানে র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ইয়াবা কারবারিচক্র গুলিবর্ষণ শুরু করলে আত্মরক্ষার্থে র‍্যাব সদস্যরাও পাল্টা গুলি চালায়। এক পর্যায়ে গুলি বর্ষণ থেমে গেলে ঘটনাস্থল তল্লাশি করে দেলোয়ারের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মামলার অবস্থা: র‍্যাব-৭ এর ভাইস ক্যাপ্টেন মেজর মুশফিকুর রহমান ৪ মার্চ একজন স্থানীয় সাংবাদিককে বলেন, এই বিষয়ে মামলা করার আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

রেজাউল করিম রেজা

পটভূমি: বরিশাল আদালতের শিক্ষানবিশ রেজাউল করিম রেজা (৩০) ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি রাতে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) হেফাজতে মারা যান। তিনি নগরীর হামিদ খান সড়কের বাসিন্দা ইউনুস মিয়ার ছেলে। ২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর রাত ৮টার দিকে হামিদ খান সড়কে তাঁর বাসার সামনে একটি চায়ের দোকান থেকে রেজাউলকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। ৩০ ডিসেম্বর তাঁকে মাদক মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় এবং আদালতে তুলে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি রাতে কারাগারে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ২ জানুয়ারি রাতে হাসপাতালে তিনি মারা যান।

পরিবারের বক্তব্য: ভুক্তভোগীর পরিবারের অভিযোগ করেন, আটকের পর পুলিশের নির্যাতনের কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রেজাউলের মৃত্যু হয়েছে। রেজার পিতা ইউনুস মিয়া বলেন, ৩১ ডিসেম্বর বরিশাল ডিবি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) মহিউদ্দিন মাহি তাঁর পুত্র রেজাকে মাদকসেবী হিসেবে গ্রেফতার করে। তাঁকে ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নির্যাতন করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, গ্রেফতারের পর যখন তিনি মেট্রোপলিটন ডিবি পুলিশ অফিস ও কোতোয়ালি মডেল থানায় যোগাযোগ করেন, পুলিশ রেজার সম্পর্কে কোনো তথ্য সরবরাহ করেনি। ভুক্তভোগীর পরিবার আরও বলে যে, ১ জানুয়ারি রাত ৯টার দিকে তাঁদেরকে পুলিশ ফোন করে জানায়, রেজাউলের কুচকি থেকে রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন যে, এসআই মহিউদ্দিনের নির্যাতনেই রেজাউলের মৃত্যু হয়েছে।

রেজার ফুফাতো ভাই মাহফুজ হোসেন জানান, এসআই মহিউদ্দিনের বাড়ি একই এলাকায়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চাঁদাবাজির সাথে জড়িত। এর আগেও তিনি বিভিন্নজনকে গ্রেফতার করে টাকা দাবি করেছেন। তাঁর দাবি পূরণ না হলে গ্রেফতারকৃতদের মারধর করা হয় এবং মাদক মামলায় মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়।

তাঁর স্বামী পুলিশি নির্যাতনে মারা গেছেন দাবি করে রেজাউলের স্ত্রী মারুফা বেগম বলেন, 'গ্রেফতারের সময় রেজা সুস্থ ছিল। কি এমন রোগ হলো যে দুই দিনের মধ্যেই তিনি মারা যাবেন?' তিনি আরও বলেন, গ্রেফতারের পরে তাঁর শ্বশুর ইউনুস মিয়া ডিবি অফিসে যান এবং তাঁর সামনেই তাঁর স্বামীকে নির্যাতন করা হয়। যখন তাঁর শ্বশুর প্রতিবাদ জানান, এসআই মহিউদ্দিন তাঁকেও লাথি মারেন।

পরিবারের আরেক সদস্য মাসুম বিল্লাহ বলেন, রেজা পুলিশি নির্যাতনের কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মারা গিয়েছেন। মাসুম বিল্লাহর মতে, ডিবি পুলিশ রেজাকে তুলে নিয়ে আরো কয়েকজনের নাম দিতে জিজ্ঞাসা করে, যাদেরকে গ্রেফতার করা যেতে পারে; যদি নাম দেয় তাহলে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হবে। রেজা কোনো নাম নিতে অস্বীকৃতি করে। তারপর এসআই বলেন, 'আমি জানি কিভাবে কি করতে হয়। প্রথমে তোমাকে নিয়ে যাব, তারপর দেখাবো কিভাবে করতে হয়'। মাসুম বলেন, তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পরে তাঁর সাথে কোনো যোগাযোগ করার অনুমতিও দেয়া হয়নি, কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটাও বলেনি। পরিবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অনুমতি পায়নি। এমনকি যখন হাসপাতালে ভর্তি করার সংবাদ দেয়া হলো, তখনও কোনো ধরনের ওষুধপত্র না কেনার, দেখা বা কথা না বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পুলিশের বক্তব্য: অভিযুক্ত মেট্রোপলিটন ডিবির সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) মহিউদ্দিন নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, রেজাকে চার অ্যাম্পুল ইনজেকশন ও ১৩৮ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে রাত বারোটার দিকে কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। সে রাতেই রেজাউলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং পরের দিন আদালত তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করে। বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার প্রশান্ত কুমার বণিক জানান, অভিযুক্ত রেজাকে যখন জেলে গ্রহণ করা হয় তখন তাঁর ফরওয়ার্ডিং পেপারে অসুস্থতার কথা উল্লেখ ছিল। তাছাড়া তাঁর শরীরে জখমের কোনো দাগ ছিল না। তাঁর বাহুতে রক্তক্ষরণের জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার শাহাবুদ্দিন খান বলেন, 'নিয়মানুযায়ী সুস্থভাবে তাঁকে আমরা আদালতে পাঠিয়েছি। সেখান থেকে তাঁকে হাজতে পাঠানো হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, যেহেতু স্বজনরা অভিযোগ করেছেন সেহেতু বিষয়টা খতিয়ে দেখার জন্য তাঁরা একটি কমিটি তৈরি করেছেন। কিন্তু তদন্তে গাফলতির অভিযোগ মানতে নারাজ বরিশাল পুলিশ। তাদের মতে, ভুক্তভোগীর বিরুদ্ধে আগেও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার প্রশান্ত কুমার বণিক বলেন, রেজাউলকে যখন ৩০ তারিখ জেলে পাঠানো হয় তখন ডাক্তাররা তাঁকে দেখে কিছুটা অসুস্থ মনে করে জেলা হাসপাতালে পাঠান। তাঁর ওয়ারেন্টে দুই পায়ের কুচকিতে জখম আছে বলে লেখা রয়েছে। ১ জানুয়ারি তাঁর পায়ের আর্টারি থেকে রক্তপাত শুরু হলে শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ও স্বজনদের খবর দেওয়া হয়।

চিকিৎসকের বক্তব্য: শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ হরে কৃষ্ণ সিকদার বলেন, রক্তক্ষরণজনিত কারণে ১ জানুয়ারি রাত ৯.৩৫ মিনিটে পুরুষ সার্জারি ইউনিটে রেজাকে ভর্তি করে কারা কর্তৃপক্ষ। তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কার্ডিও পালমোরিক ফেইলিউর' (আকস্মিক হৃদস্পন্দের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া), 'হেমোরেজিক শক' (অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ)।

মামলার অবস্থা: রেজাউল করিম রেজার মৃত্যুর তিনদিন পর ৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে একটি হত্যা মামলা করা হয়। রেজাউলের বাবা ইউনুস মিয়া ৫ জানুয়ারি সকালে বরিশাল মেট্রোপলিটন আদালতে মামলাটি করেন। হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ছাড়াও মামলায় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় তিনজনের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগও আনা হয়েছে। ইউনুস মিয়া বলেন, ৪ জানুয়ারি ২০২১, সোমবার, তিনি কোতোয়ালি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ মামলাটি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি আদালতে মামলা করেন।

নগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাব-ইন্সপেক্টর মহিউদ্দিন এই মামলার প্রধান আসামি। আরও দুজনের নামে

অভিযোগ আনা হলেও মামলায় তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইউনুস মিয়া মামলায় উল্লেখ করেন, অজ্ঞাত ওই দুইজনকে দেখলে তিনি চিনতে পারবেন। তিনি কারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগও তুলেন।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আনিসুর রহমান পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) ২০২১ সালর ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ মামলার তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত কমিটি ২০২১ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। অভিযুক্ত এসআই মহিউদ্দিনকে গোয়েন্দা পুলিশ শাখা থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে।

রায়হান আহমেদ

পটভূমি: রায়হান আহমেদ (আনুমানিক ৩৫) ২০২০ সালের ১১ অক্টোবর, সকালে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। অভিযোগ করা হয় যে, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে নির্যাতনের পর তিনি মারা যান। নিহত রায়হান সিলেট শহরের আখালিয়া নেহারিপাড়া এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের পুত্র। তিনি নগরের রিকাবিবাজার এলাকায় একটি বেসরকারি ডায়গনস্টিক সেন্টারে কাজ করতেন।

২০২০ সালের ১০ অক্টোবর রাতে সিলেটের কাস্টঘর সুইপার কলোনি এলাকা থেকে রায়হান আহমেদকে গ্রেফতার করা হয় এবং রাতে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। ফাঁড়ির পুলিশ দাবি করে, ছিনতাইয়ের অভিযোগে এলাকাবাসী রায়হান আহমেদকে গণপিটুনি দিয়েছে। পরে পুলিশ তাঁকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। কিন্তু আশেপাশের কোনো সিসিটিভি ক্যামেরায় এমন কোনো গণপিটুনির ঘটনা দেখা যায়নি। পুরো এলাকাটি সিসিটিভির আওতাধীন ছিল। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সিসিটিভি ফুটেজ উন্মুক্ত করে দিলে এটা এলাকাবাসীর মধ্যে মারাত্মক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে থানায় হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। রায়হানের পরিবার অভিযোগ করে যে, পুলিশের হেফাজতে নির্যাতনে তিনি মারা যান। ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নথিপত্র অনুযায়ী, রায়হানকে সকাল ৭:৪০ মিনিটে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ৭:৫০ মিনিটে তিনি মারা যান। তদন্তকারীরা জানান, দুটি ময়নাতদন্তে তাঁর শরীরে জখমের আঘাত পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাঁর শরীরে ১১১টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। এরমধ্যে ১৪টি ছিল গুরুতর। রায়হানের দুইটি নখ উপড়ে ফেলা হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দুই-চার ঘন্টা যাবৎ তাঁকে এভাবে নির্যাতন করা হয়। পাশাপাশি, তাঁর শরীরে চামড়ার নিচ থেকে প্রায় দুই লিটার রক্ত পাওয়া যায়। ফাঁড়ির দায়িত্বরত এসআই আকবর ভারতে পালিয়ে যান। জনরোষ ও আন্দোলনের মুখে আকবরকে ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে গ্রেফতার করা হয়।

পরিবারের বক্তব্য: রায়হানের পরিবারের সদস্যদের মতে, ২০২০ সালের ১০ অক্টোবর রাতে রায়হান যখন বাড়ি ফিরে আসেননি, তখন তাঁরা রায়হানকে খুঁজতে শুরু করেন। পরে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ি থেকে পরিবারের সদস্যদের ফোন করে জানানো হয় যে, রায়হান পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। পরিবারের মতে, যে নাম্বার থেকে কল দেয়া হয়েছে সেটা সম্ভবত কোনো পুলিশ সদস্যের। যখন আবার যোগাযোগ করা হয় তখন কেউ ফোনের উত্তর দিচ্ছিল না। রায়হানের চাচা জানান, কল পাওয়ার পর তিনি কিছু টাকা নিয়ে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে যান এবং একজন পুলিশ তাঁকে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দশটার মধ্যে ফাঁড়িতে আসার জন্য বলেন। এই সময় তাঁকে দশ হাজার টাকা নিয়ে আসতে বলা হয়। তিনি এ সময় রায়হানের সাথে দেখা করতে চাইলেও তাঁকে দেখা করতে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। রায়হানের কাজিন আব্দুর রহমান বলেন, সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ফাঁড়িতে যাওয়ার পর জানানো হয় যে, 'রায়হান ফাঁড়িতে নেই, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে'। পরে হাসপাতালের মর্গে রায়হানের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ রায়হানের পরিবারকে জানায় যে,

কাস্টঘর এলাকায় চুরি করতে গিয়ে রায়হান ধরা পড়লে জনগণ গণপিটুনি দেয়, পরে তিনি মারা যান। পরবর্তীতে রায়হানের পরিবার খুঁজে পায় যে, সে এলাকায় কোনো চুরি/ছিনতাই বা গণপিটুনির ঘটনা ঘটেনি। সেই এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরাতেও কোনো গণপিটুনির ছবি পাওয়া যায়না। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে রায়হানকে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ তোলা হয়।

চার্জশিট গঠনের পর রায়হান আহমদের মা সালমা বেগম বলেন, তাঁরা চার্জশিটে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর মতে, পুলিশ সদস্যদের রেহাই দেয়ার জন্য চার্জশিটে তাঁর ছেলের নামে প্রচুর বানোয়াট তথ্য দেয়া হয়েছে। তাঁর পরিবার দ্রুত বিচার শুরু করার জন্য ৭২ ঘন্টার সময় বেঁধে দেয়। সালমা বেগম তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনশনে বসেন, পরে আরো বহু লোক সেখানে যুক্ত হন।

পুলিশের বক্তব্য: পুলিশ এই ঘটনার কোনো দায় নিতে অস্বীকার করে। পুলিশ দাবি করে, কাস্টঘর এলাকায় গণপিটুনিতে আহত হয়ে কোতোয়ালি থানার বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে রায়হান মারা যান। পুলিশের মতে, রায়হানের একজন পরিবারের সদস্য ২০২০ সালের ১১ অক্টোবর সকাল ১০:১৫ মিনিটের দিকে ফাঁড়িতে যান এবং সেখানে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তা জানান, রায়হান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের সেই সদস্য তারপর হাসপাতালে যান এবং জরুরি বিভাগে গিয়ে জানতে পারেন, রায়হান হাসপাতালে সকাল ৭:৪০ মিনিটে ভর্তি হন এবং ৭:৫০ মিনিটে তিনি মারা যান।

মামলার অবস্থা: বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ি থেকে রায়হানের পরিবারের কাছে যে ফোন কল এসেছিল তার ভিত্তিতে সিলেট কেতোয়ালি থানার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। রায়হানের স্ত্রী তাহমিনা আক্তার ১২ অক্টোবর দুপুর আড়াইটায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তিনি মামলায় কাউকে অভিযুক্ত করেননি। মামলার বক্তব্যে বলা হয়, রায়হান আহমেদ ১০ অক্টোবর স্টেডিয়াম মার্কেটে তাঁর কর্মস্থলে যান। পরেরদিন ভোর ৪.৩৩ মিনিটে রায়হানের চাচা হাবিবুল্লাহের কাছে একটি মোবাইল নাম্বার থেকে কল আসে (মামলাতে নাম্বার আছে)। এইসময় রায়হান চিৎকার করে বলে, 'বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে টাকা নিয়ে আসেন, আমাকে বাঁচান'। এটা শুনে রায়হানের চাচা ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে যান, এবং রায়হান কোথায় জানতে চাইলে দায়িত্বরত একজন পুলিশ অফিসার জানান, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং যে পুলিশ রায়হানকে আটক করেছেন তিনিও চলে গেছেন। এইসময় সে পুলিশ সদস্য হাবিবুল্লাহকে সাড়ে নয়টার দিকে ফাঁড়িতে ১০ হাজার টাকা নিয়ে আসতে বলেন।

বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশি নির্যাতনে রায়হান মারা গিয়েছেন এমন অভিযোগ আসার পর ২০২০ সালের ১২ অক্টোবর সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার গোলাম কিবরিয়া তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ১৪ অক্টোবর এই মামলার তদন্ত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঘটনার দিন (১০ অক্টোবর) মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত যে তিনজন কনস্টেবল- শামীম মিয়া, সাইদুর রহমান ও দেলোয়ার হোসেন- বন্দরবাজার ফাঁড়ির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা ১৬৪ ধারায় আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং বলেন যে তাঁরা নির্যাতনের প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁরা বলেন, এসআই আকবর, সাইদুর ও দেলোয়ারকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। সত্য বললে তাঁদের (সাইদুর ও দেলোয়ার) বুকে গুলি চালাবেন বলে হুমকিও দেন আকবর। ১২ অক্টোবর এসআই আকবরসহ চারজনকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয়। বরখাস্ত হওয়ার পর ১৩ অক্টোবর থেকে আকবরকে পাওয়া যাচ্ছিল না। ১৩ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত আকবর পলাতক ছিলেন। নোমান নামে একজন সাংবাদিকের সহায়তায় আকবর শহর থেকে কোম্পানিগঞ্জে পালিয়ে যান। ৯ নভেম্বর সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী ডোনা এলাকা থেকে পুলিশ আকবরকে গ্রেফতার করে। রায়হানকে হত্যার সাত মাস পর পাঁচজন পুলিশ সদস্যসহ মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে পিবিআই চার্জশিট গঠন করে। ২০২১ সালের ৫ মে চার্জশিট আদালতে জমা দেয়া হয়। আদালত ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর চার্জশিট গ্রহণ করে। এখনো বিচারকার্য শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

আবদুল মান্নান মুন্না

পটভূমি: ২০২০ সালের ৩ আগস্ট ভোরে সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের অজোগ্রামে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে আবদুল মান্নান মুন্না (৩৫) নিহত হন। পুলিশের মতে তাঁর বিরুদ্ধে ১২টি মামলা রয়েছে। নিহত আবদুল মান্নান জকিগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের খাদিমান গ্রামের বাসিন্দা মৃত ইয়াসিন আলীর পুত্র।

পুলিশের বক্তব্য: পুলিশ দাবি করেছে, নিহত মুন্না মাদক, চোরাচালান, অস্ত্র, ডাকাতির প্রস্তুতি, বিস্ফোরকসহ ১২টি মামলার আসামি। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকায় ২০২০ সালের ২ আগস্ট বিকালের দিকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় তাঁর বাড়িতে ইয়াবা ও অস্ত্র রয়েছে। এমন তথ্য পেয়ে রাতে পুলিশ তাঁকে নিয়ে ইয়াবা ও অস্ত্র উদ্ধারে যাওয়ার পথে অজোগ্রামে পৌঁছার পর তাঁর সঙ্গীরা পুলিশের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। পরে পুলিশও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায়। কিছুক্ষণ পর মুন্নার সহযোগীরা পিছু হটে। এরপর ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় মুন্নাকে উদ্ধার করে জকিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মুন্নার দেহ এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

পুলিশের তথ্য মতে, মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে বন্দুকযুদ্ধে ৬ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে একটি পাইপগান, পাঁচ রাউন্ড গুলি, ছয়টি ধারালো ছুরি ও ৮০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়।

মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান

পটভূমি: সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান ২০২০ সালের ৩১ জুলাই ২০২০ কক্সবাজারের টেকনাফের মেরিন ড্রাইভের শামলাপুর চেকপোস্টে রাত সাড়ে নয়টার দিকে পুলিশের হাতে নিহত হন।

সিনহার পরিবারের সদস্যের তথ্যমতে, সিনহা একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ করছিলেন। ২০২০ সালের ৬ জুলাই মেজর সিনহা ও তাঁর তিন সহযোগী শিপ্রা দেবনাথ, শাহেদুল ইসলাম সিফাত ও তাহসিন রিফাত নুর কক্সবাজারের নীলিমা রিসোর্টে অবস্থান করেন। তাঁদের ভ্রমণের সময় স্থানীয় জনগণ তাঁকে তাঁদের দুর্ভোগের কথা জানিয়েছিলেন, কারণ তারা স্থানীয় থানা এবং এর কর্মকর্তা, বিশেষত লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাসের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছিলেন। ৩১ জুলাই সন্ধ্যায় মেজর সিনহা মারিশবুনিয়া গ্রামের টুইন্যা পাহাড়ে উঠেন। সে সময়ে একটি মসজিদ থেকে মাইকে 'ডাকাত ডাকাত' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘোষণার নেপথ্যে ছিলেন পুলিশের সোর্স হিসেবে পরিচিত স্থানীয় আয়াজ উদ্দিন ও নুরুল আমিন। সেদিন সকাল থেকে সিনহার চলাফেরার ওপর নজরদারি করা হচ্ছিল। ওসি প্রদীপকে জানানো হয় যে, মেজর সিনহা একটি প্রাইভেট কার নিয়ে টেকনাফের শামলাপুর পাহাড়ের দিকে গিয়েছেন। এইসময় সোর্স মারফতে বাহারছড়া ক্যাম্পের দায়িত্বরত ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী সিনহার ওপর নজর রাখছিলেন। মামলার বক্তব্য অনুযায়ী, সিনহা রাত ৮টা পর্যন্ত পাহাড়েই ছিলেন এবং সন্ধ্যায় কিছু দৃশ্যের ভিডিও ধারণ করছিলেন। সিনহা যখন রাত ৯.২৫ এর দিকে শামলাপুর চেকপোস্টে পৌঁছেন লিয়াকত আলী তাঁর গাড়ি থামিয়ে পথরোধ করেন। এ সময় সিনহা নিজেকে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দেন। লিয়াকত আলী এই সময় গাড়ির বাম দিক খুলে সিনহার সহযোগী সিফাতকে টেনে বের করেন। এ সময়ে সিফাত দুই হাত তুলেন এবং নিজের পরিচয় দেন। সিনহা গাড়িতে বসে ছিলেন। পুলিশ কর্মকর্তারা চালকের আসনে বসা সিনহাকে গালাগালি করছিলেন। সিনহা তখন গাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন, হাত তুলে বারবার নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু লিয়াকত আলী সিনহাকে গালাগালি করা শুরু করেন। বলতে থাকেন, 'তোমার মতো বহু মেজরকে দেখেছি। আজকে খেলা দেখা যাক'। এরপর লিয়াকত আলী টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাসকে ফোন করে শলা-পরামর্শ করেন। তারপর লিয়াকত আলী খুব কাছ থেকে সিনহার দেহ বরাবর

কয়েকটি গুলি করেন। সিনহা গুলি লাগার পর মাটিতে পড়ে যান, পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকে পুলিশ ধরে আবারও মাটিতে ফেলে দেয়। লিয়াকত আলী আরেকটা গুলি করে সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করেন। প্রত্যক্ষদর্শী সারওয়ার কামাল জানান, গুলি করার পর লিয়াকত আলী মোবাইলে বলেন, 'স্যার, আমি তিনটা দিয়েছি'। কিছুক্ষণ পরই ওসি প্রদীপ কুমার দাস আসেন এবং মেজর সিনহার বুকে-পিঠে লাথি মারেন ও তাঁকে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দেন। মেজর সিনহা তখনো মাটিতে পড়ে ছিলেন এবং জীবিত ছিলেন। এ সময় ওসি প্রদীপ তাঁর বুট দিয়ে আঘাত করে সিনহার মুখ ও পা বিকৃত করার চেষ্টা করেন, এবং মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য টানা দুটো গুলি করেন। এ সময় পুলিশ অস্ত্র উঁচিয়ে হত্যার হুমকি দিয়ে ঘটনার সাক্ষী ও আশেপাশে জড়ো হওয়া লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। সিনহাকে ট্রাকে করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে করে রাত দেড়টার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মামলার অবস্থা: কক্সবাজারের একটি আদালত ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ এই মামলায় বহিষ্কৃত ওসি প্রদীপ ও বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলীর মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। আদালত বাকি ছয়জনকে বেকসুর খালাস দেন। বিচারক এই হত্যাকাণ্ডকে 'পূর্বপরিকল্পিত' বলে বর্ণনা করেন।

প্রথমে পুলিশ মেজর সিনহার সহযোগী স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে; তাঁরা সিনহার সাথে তথ্যচিত্র নির্মাণে কাজ করছিলেন। সিনহার সহযোগী শিপ্রা দেবনাথ ও শাহেদুল ইসলাম সিফাত যথাক্রমে ২০২০ সালের ৯ আগস্ট ও ১০ আগস্ট জামিনে মুক্ত হন। মেজর সিনহার হত্যাকাণ্ড সেনাবাহিনী ও পুলিশ এর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে। ২ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ সিনহা হত্যার তদন্তের জন্য চার সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করে। কমিটি ঘটনাস্থলে তদন্ত শেষ করে ঘটনার কারণ ও সূত্রপাতের ওপর সুপারিশ সহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। পরবর্তীতে পুলিশ সুপার ও কনস্টেবলসহ জেলা পুলিশ প্রশাসনের ১,৫০৫ জন সদস্যকে একসঙ্গে কক্সবাজার থেকে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশের মহাপরিদর্শক বেনজির আহমেদ ও সেনাপ্রধান আজিজ আহমদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মেজর (অব.) সিনহার ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং প্রত্যক্ষদর্শী সারওয়ার কামাল অনুযায়ী, সিনহার দেহে চারটির অধিক বুলেটের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পূর্বে তদন্ত প্রতিবেদনে পুলিশ সিনহার দেহে ছয়টি বুলেট পেয়েছিল।

সিনহা হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত মোট চারটি মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ সিনহার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করে। দুটো মামলা করা হয় টেকনাফ থানায় এবং একটি রামু থানায়। তিনটির মধ্যে দুটো ছিল মাদক সম্পর্কিত এবং একটি ছিল পুলিশের ওপর হামলা নিয়ে। সিনহার বোন শারমিন শাহরিয়ার ফেরদৌস বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন। ৫ আগস্ট ২০২০ সালে দায়ের করা সে মামলায় তিনি টেকনাফের বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক লিয়াকত আলী, এসআই নন্দদুলাল রক্ষিত, কনস্টেবল সাফানুর করিম, কামাল হোসেন, মো. আবদুল্লাহ আল মামুন, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই) লিটন মিয়া, এসআই টুটুল, কনস্টেবল মোস্তফাকে অভিযুক্ত করেন। তাঁরা সবাই সে রাতে বাহারছড়া পুলিশ ইনভেস্টিগেশন সেন্টারে কাজ করছিলেন। চারটি মামলার দায়িত্ব দেয়া হয় র‍্যাবকে। র‍্যাব ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কারণে প্রদীপ কুমার দাস ও লিয়াকত আলীসহ ১৪ জনকে গ্রেফতার করে। ২০২১ সালের ২৬ জুন বিচারকার্য শুরু হয়।

আব্দুল্লাহ আল মামুন

পটভূমি: নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে পুলিশ হেফাজতে আবদুল্লাহ আল মামুন (২২) মারা যান। ২০১৯ সালের ১০ আগস্ট বিকাল ৫টার দিকে থানার ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ পাওয়া যায়। তিনি কিশোরগঞ্জের জাদুমনি গ্রামের মৃত হুজুর আলীর পুত্র।

পরিবারের বক্তব্য: নিহতের পরিবার দাবি করেছেন, তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ আল মামুনের মা মনিরা বেগম দাবি করেন, পুলিশ তাঁর ছেলেকে পিটিয়ে হত্যা করেছে, এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত চুরির অভিযোগ মিথ্যা।

পুলিশের বক্তব্য: পুলিশ জানায়, থানাহাজতে থাকা কাঁথা ছিঁড়ে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেন আব্দুল্লাহ আল মামুন। ২০১৯ সালের ১০ আগস্ট সদর ইউনিয়নের কেসবা তেলিপাড়া গ্রামের আবদুল কুদ্দুসের একটি গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে গরুসহ এলাকাবাসী তাঁকে আটক করে। পরে তাঁকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নার্গিস বেগমের বাড়িতে রাখা হয়। সংবাদ শুনে পুলিশ দুপুর ২টার দিকে তাঁকে গরুসহ থানায় নিয়ে আসে এবং পুলিশ হেফাজতে রাখে। এ ঘটনায় থানার উপপরিদর্শক জাহিদ হাসান বাদী হয়ে মামলা করেন। তাঁকে থানাহাজতে রেখে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছিল। এরই মধ্যে বিকাল সাড়ে চারটার দিকে তিনি আত্মহত্যা করেন। অভিযুক্তের মা এর অভিযোগকে নাকচ করে কিশোরগঞ্জের থানার ওসি হারুন-অর রশীদ বলেন, 'এর আগেও সে চুরি ও মাদকের মামলায় একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছে।' এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

নয়ন বন্ড

পটভূমি: রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রধান আসামি সাব্বির আহমেদ ওরফে নয়ন বন্ড (২৫) ২০২০ সালের ১ জুলাই ভোররাত সোয়া চারটার দিকে বরগুনা সদরের বুড়িরচর ইউনিয়নের পূর্ব বুড়িরচর গ্রামের পায়রা নদীর তীরে পুলিশের সাথে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন। ২০১৯ সালের ২৬ জুন ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী রিফাত শরীফকে তাঁর স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নির সামনে নয়ন বন্ড ও রিফাত ফারাজিসহ অন্যান্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। সে ঘটনার ধারণকৃত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। স্ত্রী মিন্নি স্বামীকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। ওই দিন গুরুতর আহত অবস্থায় রিফাতকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

পুলিশের বক্তব্য: পুলিশ সূত্র মতে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ভোররাত চারটার দিকে বরগুনা সদর থানার পুলিশ নয়ন বন্ডকে গ্রেপ্তারের জন্য ওই গ্রামে যায়। ওই গ্রামের খলিল মাস্টারের বাড়ির সামনে গেলে নয়ন বন্ড ও তাঁর সহযোগীরা পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় পুলিশও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি ছোড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই নয়ন নিহত হন। ওসির তথ্যমতে, ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, একটি তাজা গুলি, তিনটি রামদা ও তিনটি গুলির খোসা জব্দ করা হয়েছে। হামলায় চারজন পুলিশ সদস্য আহত হন। তাঁদেরকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। নয়ন বন্ডের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশ জানায়, নয়ন বন্ডের বিরুদ্ধে আটটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে দুটো মাদক মামলা, একটি অস্ত্র মামলা এবং হত্যাচেষ্টা সহ পাঁচটি হামলার মামলা রয়েছে।

স্থানীয় জনগণের বক্তব্য: পূর্ব বুড়িরচর গ্রামের বাসিন্দরা জানান, 'ভোররাত সোয়া চারটার দিকে তাঁরা বেশ কিছু গুলির শব্দ শুনতে পান। এতে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। ভোর পাঁচটার দিকে তাঁরা খলিল মাস্টারের বাড়ির দরজার সামনে বাঁধের ঢালে এক যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। পুলিশ তাঁর লাশ ঘিরে রেখেছিল।'

শিশির ঘোষ

পটভূমি: ২০১৯ সালের ৭ আগস্ট রাতে যশোর জেলার মাহিদিয়া গ্রামে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় শিশির ঘোষ (২৮) মারা যান। পুলিশের তথ্যমতে, শিশির সন্ত্রাসী ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় হত্যা, চাঁদাবাজিসহ ১৬টির অধিক মামলা রয়েছে। ভুক্তভোগীর পরিবার অভিযোগ করেছে যে, পুলিশ শিশিরকে হত্যা করে হত্যার ঘটনাকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

পরিবারের বক্তব্য: শিশিরের পরিবারের তথ্যমতে, ৬ আগস্ট রাত সাড়ে আটটার দিকে পুলিশ তাঁদের বাসায় এসে শিশিরকে আটক করে। শিশিরের চাচা সুনীল ঘোষ বলেন, পুলিশ অস্ত্র মামলায় শিশিরকে গ্রেফতার করে এবং মাহিদিয়া গ্রামে একটি ইট ভাটার কাছে নিয়ে তাঁকে (শিশির) গুলি করে হত্যা করে, এবং পরবর্তীতে লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সুনীল ঘোষ বলেন যে, শিশিরের নামে কোনো মামলা বা ওয়ারেন্টও ছিল না। তাঁকে যখন ডিবি পুলিশ নিয়ে যায়, তিনি (সুনীল ঘোষ) ডিবির ওসির সাথে যোগাযোগ করেন এবং ওসি নিশ্চয়তা দেন যে শিশিরের কিছু হবে না। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে এবং শীঘ্রই ছেড়ে দেয়া হবে। সুনীল বলেন, 'কিন্তু সকালে আমরা তাঁর লাশ পেলাম'। পরিবার থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা বলা হয়। নিহতের চাচা ফেসবুক লাইভে এসে মানবাধিকার সংগঠন ও সরকারের কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন।

পুলিশের বক্তব্য: যশোরের কোতোয়ালি থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান শিশিরের পরিবারের অভিযোগকে নাকচ করে দেন। ওসির তথ্যমতে, ৭ আগস্ট রাত সাড়ে দশটার দিকে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) চারটি ককটেলসহ শিশির ঘোষকে আটক করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে। শিশির প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর কাছে আরও অস্ত্র, বোমা থাকার কথা স্বীকার করেন। কোতোয়ালি থানা ও ডিবির একটি যৌথ দল তাঁকে নিয়ে অভিযানে সদর উপজেলার মাহিদিয়া গ্রামের ইট ভাটা এলাকায় যায়। সেখানে শিশিরের সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এ সময় পুলিশও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। আক্রমণকারীরা পালিয়ে গেলেও শিশির গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি ওয়ান শ্যুটার গান ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বলে জানায়।

গবেষণার মূল অংশের তথ্যসূত্র

আলম, শেখ সাবিহা. "বন্দুকযুদ্ধ, হয়রানি, ভাঙচুর, আর গুমের নেপথ্যে" *প্রথম আলো*. সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৯.

আলম, শেখ সাবিহা. "'Gunfights' Won OC Pradeep Top Police Award." *প্রথম আলো*. আগস্ট ৬, ২০২০.

ইউএন জেনেভা. "Committee Against Torture Examines the Situation in Bangladesh." *ইউএন জেনেভা*. জুলাই ৩১, ২০১৯.

ইসলাম, আরাফাতুল. "Bangladesh Launches 'Philippine-Style' War on Drugs." *DW.com*. মে ২১, ২০১৮.

ইসলাম, জাইমা. "Under OC Pradeep: Teknaf Shook with 'Crossfire' Horror." *দ্য ডেইলি স্টার*. ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২২.

কায়সার, আশরাফ. *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড (Political Murders in Bangladesh)*. ঢাকা: মাওলা ব্রাদারস, ১৯৯৫.

চৌধুরী, মিথুন এবং শঙ্কর বড়ুয়া রুমি. "Sinha verdict: the crimes and punishment." *বিডিনিউজ২৪.কম*. জানুয়ারি ৩১, ২০২২.

ট্রায়াল ইন্টারন্যাশনাল. "Extrajudicial Executions." *ট্রায়াল ইন্টারন্যাশনাল*. n. d. Accessed ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২২.

ডয়েচে ভেলে (DW). "জাতীয় প্রয়োজনে ক্রসফায়ারঃ আমু" *DW.com*. সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২০.

ঢাকা ট্রিবিউন. "No Extrajudicial Killing Happened in Bangladesh, Says Law Minister Anisul." *ঢাকা ট্রিবিউন*. ডিসেম্বর ১১, ২০২১.

দ্য ডেইলি স্টার. "Pradeep, Liakat Killed Sinha in a Premeditated Manner." *দ্য ডেইলি স্টার*. জানুয়ারি ৩১, ২০২২.

দ্য ডেইলি স্টার. "Sinha Murder Case: OC Pradeep threatened people with 'crossfire'." *দ্য ডেইলি স্টার*. নভেম্বর ১৭, ২০২১.

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (TBS). "Awarding OC Pradeep Police Medals despite Poor Past Record Turnished Dignity of Medals: Court." *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*. ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২২.

দেশ রূপান্তর. "ধর্ষককে ক্রসফায়ারে দেওয়ার দাবি সংসদে" *দেশ রূপান্তর*. জানুয়ারি ১৫, ২০২০.

নিউ এজ. "Foreign Ministry Sets up Human Rights Cell." *নিউ এজ*. ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২২.

প্রথম আলো. "প্রয়োজনে এনকাউন্টার: শেখ সেলিম" *প্রথম আলো*. ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫.

প্রথম আলো. "'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' একটি ভুল শব্দ" *প্রথম আলো*. মার্চ ১৮, ২০১৮.

বিডিনিউজ২৪. "'ক্রসফায়ার' চান জাপা নেতা ফিরোজ রশীদ" *বিডিনিউজ২৪.কম*. সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৬.

বিবিসি বাংলা. "ক্রসফায়ার গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে: শাজাহান খান" *বিবিসি নিউজ বাংলা*. মার্চ ৬, ২০১৪.

মুসা, আহমেদ. *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের সূচনা পর্ব ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ*. ঢাকা: বুক প্রমোশন প্রেস, ১৯৮৮.

হিউম্যান রাইটস কমিটি. "CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life)." *ইউএন হিউম্যান রাইটস কমিটি (HRC)*. এপ্রিল ৩০, ১৯৮২.

Aceves, William J. "When Death becomes Murder: A Primer on Extrajudicial Killing." *Columbia Human Rights Law Review 50,* no. 1 (2018): 116-184.

CAT. "Initial Report Submitted by Bangladesh under Article 19 of the Convention, Due in 1999." *Committee against Torture.* October 3, 2019.

FIDH. "Bangladesh: Civil Society Joint Alternative Report to the UN Committee against Torture." *International Federation for Human Rights (FIDH)*. June 24, 2019.

Nowak, Manfred. *U.N. Convenant on Civil and Political Rights- CCPR- Commentary.* Germany: Engel Publishers, 2005.

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্যের জন্য যেসকল প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে

Ain o Salish Kendra (3rd March, 2019), 5 Killed including Father-Son in "Crossfire": Ain o Salish Kendra (ASK)'s Grave Concern.

Ain o Salish Kendra (27th March, 2020), One Dies in Police Custody: ASK's Concern and Demand to Ensure Justice through Neutral Investigation.

Ain o Salish Kendra (3rd October, 2019), ASK Bulletin September 2019.

Ain o Salish Kendra (21st October, 2019), 4 Killed in Police-Towhidi Janata Clash in Bhola: Ain o Salish Kendra (ASK)'s Grave Concern.

Ain o Salish Kendra (13th January, 2020), One Killed and Two Injured Including a Woman in "Gunfight" at Malibag: Ain o Salish Kendra (ASK)'s Grave Concern.

Ain o Salish Kendra (25th February, 2020), Woman Dies in Hospital Under Police Custody in Mohammadpur: Ain o Salish Kendra (ASK)'s Grave Concern and Demand for Neutral Investigation.

Ain o Salish Kendra (11th April, 2020), ASK Bulletin March 2020.

Ain o Salish Kendra (7th June, 2020), Farmer Killed Allegedly in Police Custody: ASK's Grave Concern.

Ain o Salish Kendra (26th August, 2020), Allegation of Death in Custody Once Again: ASK's Grave Concern and Demand to Ensure Justice through Impartial Investigation.

Ain o Salish Kendra (27th August, 2020), ASK Bulletin June 2020.

Ain o Salish Kendra (30th September, 2020), Youth Dies in Police Custody: ASK's Grave Concern and Demand for Judicial Investigation.

Ain o Salish Kendra (14th October, 2020), Accused Dies in Nababganj Police Station: Ain o Salish Kendra (ASK)'s Grave Concern and Demand for Neutral Investigation.

Ain o Salish Kendra (22nd October, 2020), ASK Bulletin September 2020.

Ain o Salish Kendra (31st December, 2020), Bangladesh Human Rights Situation 2020: Observation by ASK.

Ain o Salish Kendra (31st December, 2020), ASK Bulletin December 2020.

Ain o Salish Kendra (31st December, 2020), Death by Law Enforcement Agencies (Jan-Dec 2020).

Ain o Salish Kendra (16th March, 2021), Fisherman Shot Dead by Police during a Drive Against Catching Jatka: ASK's Grave Concern.

Ain o Salish Kendra (17th April, 2021), Five Workers Shot Dead during Clash with Police in Banshkhali.

Ain o Salish Kendra (20th April, 2021), ASK Bulletin March 2021.

Ain o Salish Kendra (30th April, 2021), Allegation of Death Caused by Beating a Person in Police station: ASK's Concern and Demand to Ensure Justice.

Ain o Salish Kendra (2nd May, 2021), Allegation of Death in Police Custody Once Again: ASK's Demand to Ensure Fair Investigation and Justice.

Ain o Salish Kendra (29th May, 2021), Prisoner Dies in Khagrachari Jail: Family Alleges Torture ASK's Concern and Demand for Judicial Inquiry.

Ain o Salish Kendra (30th June, 2021), ASK Bulletin June 2021.

Ain o Salish Kendra (11th October, 2021), ASK Bulletin Septrember 2021.

Ain o Salish Kendra (5th December, 2021), Annual Report 2019.

Ain o Salish Kendra (31st December, 2021), ASK Bulletin December 2021.

Amnesty International (4th November, 2019), Bangladesh: Stop Extrajudicial Executions of Rohingya Refugees and End Restrictions to Their Freedom of Movement.

Amnesty International (4th November, 2019), Killed in "Crossfire" Allegations of Extrajudicial Executions in Bangladesh in the Guise of a War on Drugs.

Asian Human Rights Commission, (26th April, 2021), BANGLADESH: UN Rights Chief needs to act to address excessive use of force leading to extrajudicial killings and torture amidst mass arrests.

Obisshash (27th July, 2020), 2 Killed in Gunfight in Gazipur.

Odhikar (12th October, 2019), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period July-September 2019.

Odhikar (8th February, 2020), Annual Human Rights Report 2019 Bangladesh.

Odhikar (2020), Statistics on Killed by Law Enforcement Agencies.

Odhikar (1st May, 2020), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period January-March 2020.

Odhikar (6th July, 2020), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period April-June 2020.

Odhikar (9th October, 2020), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period July-September 2020.

Odhikar (25th January, 2021), Annual Human Rights Report 2020 Bangladesh.

Odhikar (8th April, 2021), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period January-March 2021.

Odhikar (9th July, 2021), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period April-June 2021.

Odhikar (10th October, 2021), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period July-September 2021.

কেসস্টাডির তথ্যসূত্র

মিলন বিকাশ ত্রিপুরা

খোলা বার্তা. "খাগড়াছড়ি কারাগারে মামলার আসামী মিলন ত্রিপুরার রহস্যজনক মৃত্যু" *খোলা বার্তা*. মে ২৮, ২০২১.

জাগোনিউজ২৪.কম. "খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারে কয়েদির আত্মহত্যা" *জাগোনিউজ২৪.কম*. মে ২৮, ২০২০.

ত্রিপুরা, দোহেন বিকাশ. "খাগড়াছড়ি কারাগারে আসামী মিলন বিকাশ ত্রিপুরার রহস্যজনক মৃত্যু" *প্রতিদিনেরচিত্রবিডি.কম*. মে ২৯, ২০২১.

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড. "ASK Demands Probe into Death of Khagrachhari Jail Prisoner." *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*. মে ২৯, ২০২১.

বড়ুয়া, সঞ্জয় কুমার. "আমাকে কখন জেল থেকে বের করতে পারবে" *দ্য ডেইলি স্টার*. মে ৩০, ২০২১.

সানাউল হক বিশ্বাস

নিউজ২৪বিডি. "চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিবি'র নির্যাতনে আসামি মৃত্যুর অভিযোগ" *নিউজ২৪বিডি*. এপ্রিল ৩০, ২০২১.

দ্য ডেইলি স্টার. "গ্রেপ্তারের ৩ ঘণ্টা পর আসামির মৃত্যু: র‍্যাবকে তদন্তের নির্দেশ" *দ্য ডেইলি স্টার*. মে ৩, ২০২১.

দ্য ডেইলি স্টার. "Man dies in police custody Family alleges cops tortured him after arrest." *দ্য ডেইলি স্টার*. মে ১, ২০২১.

প্রথম আলো. "চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিবি পুলিশের হেফাজতে আসামির মৃত্যুর অভিযোগ" *প্রথম আলো*. এপ্রিল ৩০, ২০২১.

যুগান্তর. "র‍্যাবকে গোয়েন্দা হেফাজতে মৃত্যুর তদন্তের নির্দেশ" *যুগান্তর*. মে ৩, ২০২১.

দেলোয়ার হোসেন

খোলা কাগজ. "ভোরে গ্রেফতার, রাতে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত যুবক" *খোলা কাগজ*. মার্চ ৪, ২০২১.

সিলেট টুডে২৪.কম. "কক্সবাজারে র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' যুবক নিহত" সিলেট *টুডে২৪.কম*. মার্চ ৪, ২০২১.

রেজাউল করিম রেজা

ইসলাম, সাইদুল. "বরিশালে পুলিশের নির্যাতনে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ" *বিবিসি নিউজ বাংলা*. জানুয়ারি ৩, ২০২১.

জাগোনিউজ২৪.কম. "শিক্ষানবিশ আইনজীবীর মৃত্যু, ৩ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা" *জাগোনিউজ২৪.কম*. জানুয়ারি ৫, ২০২১.

দৈনিক আমদের সময়. "পুলিশি নির্যাতনে শিক্ষানবিশ আইনজীবীর মৃত্যুর অভিযোগ" *দৈনিক আমদের সময়*. জানুয়ারি ৩, ২০২১.

প্রথম আলো. "গ্রেপ্তারের পর শিক্ষানবিশ আইনজীবীর মৃত্যু: ডিবির এসআইসহ তিনজনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা" *প্রথম আলো*. জানুয়ারি ৫, ২০২১.

স্বপন, হারুনুর রশিদ. "আইনজীবী রেজাউল হত্যা: আগে মামলা না নিলেও এখন ডাবল তদন্ত" *ডয়েচে ভেলে*. জানুয়ারি ৬, ২০২১.

রায়হান আহমেদ

ইউএনবি. "Raihan's death 'in Sylhet police custody': Constable Titu held." *ইউএনবি*. অক্টোবর ২০, ২০২০.

জাগোনিউজ২৪.কম. "সিলেটে পুলিশি নির্যাতনে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ" *জাগোনিউজ২৪.কম*. অক্টোবর ১১, ২০২০.

দৈনিক আমদের সময়. "সিলেটে রায়হান 'হত্যা': গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়েছেন এসআই আকবর" *দৈনিক আমদের সময়*. অক্টোবর ১৩, ২০২০.

নয়া দিগন্ত. "রায়হান হত্যার এক বছর: এখনো শুরু হয়নি বিচার কাজ" *নয়া দিগন্ত*. অক্টোবর ১১, ২০২১.

প্রথম আলো. "রায়হান হত্যা: পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যুকে গণপিটুনি সাজানোর চেষ্টা" *প্রথম আলো*. মে ৫, ২০২১.

বিবিসি নিউজ বাংলা. "পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু: অভিযুক্তদের ধরতে আলটিমেটাম দিল সিলেটে নিহত রায়হানের পরিবার" *বিবিসি নিউজ বাংলা*. অক্টোবর ১৮, ২০২০.

বিবিসি নিউজ বাংলা. "পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু: সিলেটে রায়হান হত্যার চার্জশিটে ক্ষুব্ধ মা" *বিবিসি নিউজ বাংলা*. মে ৫, ২০২১.

আব্দুল মান্নান মুন্না

আকতার, মুন্নী. "বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড: মেজর সিনহা হত্যার পর অগাস্ট মাসে বাংলাদেশে ক্রসফায়ার-বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা কমে যাওয়ার কারণ কী?" *বিবিসি নিউজ বাংলা*. সেপ্টেম্বর ১, ২০২০.

হেলালি, রহমত আলী. "জকিগঞ্জে 'বন্দুকযুদ্ধে' ১২ মামলার আসামি নিহত" *শুভ প্রতিদিন*. আগস্ট ৩, ২০২০.

মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান

প্রথম আলো. "সিনহা নিহতের ঘটনায় পরিবারের মামলা, আসামি ওসিসহ ৯ পুলিশ" *প্রথম আলো*. আগস্ট ৫, ২০২০.

প্রথম আলো. "সিনহা হত্যা মামলা প্রদীপ কুমার ও লিয়াকত আলীর মৃত্যুদণ্ড" *প্রথম আলো*. জানুয়ারি ৩১, ২০২২.

বিবিসি নিউজ বাংলা. "মেজর সিনহা রাশেদ: কক্সবাজারে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ এবং পুলিশ প্রধান বেনজির যা বললেন" *বিবিসি নিউজ বাংলা*. আগস্ট ৫, ২০২০.

বিবিসি নিউজ বাংলা. "মেজর সিনহা হত্যা মামলা: খুন ছিল 'পূর্ব পরিকল্পিত', ওসি প্রদীপসহ দুজনের ফাঁসির রায়" *বিবিসি নিউজ বাংলা*. জানুয়ারি ৩১, ২০২২.

যুগান্তর. "সিনহা চাইলেন পানি, গলায় পা চেপে মৃত্যু নিশ্চিত করেন ওসি প্রদীপ" *যুগান্তর*. সেপ্টেম্বর ৬, ২০২১.

রহমান, তারেকুল. "সিনহা নিহতের ঘটনায় পরিবারের মামলা, আসামি ওসিসহ ৯ পুলিশ" *রাইসিং বিডি*. জুলাই ৩১, ২০২১.

স্বপন, হারুনুর রশিদ. "কক্সবাজার পুলিশকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ" *DW.com*. সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২০.

Adams, Brad. "Bangladesh Police Kill A Retired Army Officer Security Forces Should Confront Culture of Extrajudicial Killings." *Human Rights Watch*. August 12, 2020.

আব্দুল্লাহ আল মামুন

দেশ রূপান্তর. "নীলফামারীতে থানা হাজতে আসামির মৃত্যু" *দেশ রূপান্তর*. আগস্ট ১১, ২০১৯.

নীলফামারী বার্তা. "কিশোরগঞ্জ থানা হাজতে গরু চোরের আত্মহত্যা!" *নীলফামারী বার্তা*. আগস্ট ১০, ২০১৯.

সরকার, তায়েব আলী. "থানা হাজতে গরুচোরের আত্মহত্যা" *ঢাকা ট্রিবিউন*. আগস্ট ১০, ২০১৯.

নয়ন বন্ড

ডয়েচে ভেলে. "রিফাত হত্যার প্রধান আসামী 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত" *ডয়েচে ভেলে*. জুলাই ২, ২০১৯.

প্রথম আলো. "নয়ন বন্ড 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত" *প্রথম আলো*. জুলাই ২, ২০১৯.

যুগান্তর. "রিফাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত" *যুগান্তর*. জুলাই ২, ২০১৯.

শিশির ঘোষ

পূর্বপশ্চিমবিডি.নিউজ. "সন্ধ্যায় আটক শিশির ভোরে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত" *পূর্বপশ্চিমবিডি.নিউজ*. আগস্ট ৭, ২০১৯.

প্রথম আলো. "পুলিশ বলছে 'বন্দুকযুদ্ধ', স্বজনদের দাবি 'হত্যা'" *প্রথম আলো*. আগস্ট ২০, ২০১৯.

যুগান্তর. "যশোরে 'বন্দুকযুদ্ধে' যুবক নিহত, স্বজনদের দাবি ধরে নিয়ে হত্যা" *যুগান্তর*. আগস্ট ৭, ২০১৯.

Centre for Governance Studies

45/1 New Eskaton (2nd Floor), Dhaka 1000, Bangladesh
Phone: +880258310217, +880248317902, +8802222223109
Email: ed@cgs-bd.com
Website: www.cgs-bd.com

978-984-95364-2-0